তামাদি আইন, ১৯০৮

সূচি

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। তামাদি মেয়াদ অন্তে মামলা খারিজ, দায়ের, ইত্যাদি

৪। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সময় আদালত বন্ধ থাকা

৫। কতিপয় ক্ষেত্রে মেয়াদ বর্ধিতকরণ

৬। আইনগত অক্ষমতা

৭। কতিপয় বাদি বা দরখাস্তকারীর মধ্যে কোনো একজনের অক্ষমতা

৮। বিশেষ ব্যতিক্রমসমূহ

৯। সময়ের অবিরাম চলমানতা

১০। প্রকাশ্য ট্রাস্টি এবং তাহাদের প্রতিনিধিগণের বিরুদ্ধে মামলা

১১। বৈদেশিক চুক্তির উপর মামলা

১২। আইনগত কার্যধারা হইতে সময় বাদ দেওয়া (exclusion)

১৩। বাংলাদেশ এবং অন্যান্য কতিপয় অঞ্চল হইতে বিবাদির অনুপস্থিতিকালীন সময় গণনা হইতে বাদ দেওয়া

১৪। এখতিয়ার বহির্ভূত আদালতের কার্যধারায় সৎ উদ্দেশ্যে (bonafide) ব্যয়িত সময় গণনা হইতে বাদ দেওয়া

১৫। আইনগত কার্যধারা স্থগিত থাকাকালীন সময় বাদ দেওয়া

১৬। বিক্রয় রদের আইনগত কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকাকালীন সময় বাদ দেওয়া

১৭। মামলা দায়ের করিবার অধিকার অর্জনের পূর্বে মৃত্যুর ফলাফল

১৮। প্রতারণার ফলাফল

১৯। লিখিত প্রাপ্তিস্বীকারের ফলাফল

২০। উত্তরাধিকারীকে ঋণ বা সুদ পরিশোধের ফলাফল

২১। অক্ষম ব্যক্তির এজেন্ট

২২। নূতন বাদি বা বিবাদিকে স্থলাভিষিক্ত বা পক্ষভুক্ত করিবার ফলাফল

২৩। লঙ্ঘন এবং ভুলের চলমানতা

২৪। বিশেষ ক্ষতির কারণ ব্যতীত যে কার্যের জন্য মামলা দায়ের করা যায় না এইরূপ কার্যের জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা

২৫। দলিলে উল্লিখিত সময়ের গণনা

২৬। সুখাধিকারের (easements) অধিকার অর্জন

২৭। অনুগত ভাড়াটিয়ার ভাবী উত্তরাধিকারের অনুকূলে সময় বাদ দেওয়া

২৮। সম্পত্তির অধিকার বিলুপ্তি

২৯। হেফাজত

৩০ এবং ৩১। বিলুপ্ত

৩২। বিলুপ্ত

তফসিল

তামাদি আইন, ১৯০৮

১৯০৮ সনের ৯ নং আইন

[৭ আগস্ট, ১৯০৮]

[1][মামলার তামাদির মেয়াদ সম্পর্কিত আইন একীভূতকরণ ও সংশোধন, এবং অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু আদালতে মামলা, আপিল ও কতিপয় দরখাস্ত দাখিলের ক্ষেত্রে তামাদির মেয়াদ সম্পর্কিত আইন একীভূতকরণ ও সংশোধন করা সমীচীন; এবং

যেহেতু ভোগ দখলের মাধ্যমে সম্পত্তির সুখাধিকারের মালিকানা এবং অন্যান্য সম্পত্তিতে অধিকার অর্জন সম্পর্কেও বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

অংশ ১
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।-** (১) এই আইন তামাদি আইন, ১৯০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই ধারা এবং ধারা ৩১ অবিলম্বে কার্যকর হইবে। এই আইনের অবশিষ্টাংশ ১৯০৯ সনের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(১) "দরখাস্তকারী" অর্থে যে কোনো ব্যক্তি যাহার নিকট হইতে বা যাহার মাধ্যমে দরখাস্তকারী দরখাস্ত করিবার অধিকার লাভ করেন তিনিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(২) "বিনিময়পত্র (bill of exchange)" অর্থে হুন্ডি এবং চেক অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) "মুচলেকা (bond)" অর্থে এইরূপ যে কোনো দলিল অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিজেকে এইরূপ শর্তে আবদ্ধ করেন যে, যদি কোনো নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদিত হয় বা, ক্ষেত্রমত, সম্পাদিত না হয়, যাহাই হউক না কেন, তাহা হইলে উক্ত বাধ্যবাধকতা বাতিল হইয়া যাইবে;

---

[1] এই আইনের সর্বত্র, ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা যথাক্রমে "পাকিস্তান", "মোহামেডান" এবং "হাইকোর্ট" বা "একটি হাইকোর্ট" বা "কোনো হাইকোর্ট" শব্দ, যথাক্রমে, "বাংলাদেশ", "মুসলিম" এবং "হাইকোর্ট বিভাগ" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৪) "বিবাদি" অর্থে এইরূপ কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার নিকট হইতে বা যাহার মাধ্যমে দায়েরকৃত মামলায় বিবাদীর দায় উদ্ভূত হয়;

(৫) ''সুখাধিকার (easement)" অর্থে এইরূপ কোনো অধিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহা কোনো চুক্তির ফলে উদ্ভূত হয় নাই এবং যাহার দ্বারা কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির স্বত্বাধীন ভূমির কোনো অংশ বা উহার কোনো ফসল বা উহাতে সংযুক্ত বা বিদ্যমান কোনো কিছু নিজের লাভের জন্য অপসারণ বা ব্যবহারের অধিকার লাভ করে;

(৬) "বিদেশ" অর্থ বাংলাদেশ [2](***) ব্যতীত অন্য কোনো দেশ;

(৭) "সরল বিশ্বাস" যথাযথ যত্ন এবং মনোযোগ সহকারে কোনো কার্য করা না হইলে উহা সরল বিশ্বাসে কৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না;

(৮) "বাদি" অর্থে যে কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার নিকট হইতে বা যাহার মাধ্যমে বাদি মামলা দায়ের করিবার অধিকার লাভ করে;

(৯) "প্রত্যর্থপত্র (promisory note)" অর্থ এইরূপ কোনো দলিল যাহার দ্বারা ইহার সম্পাদনকারীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা, নির্ধারিত সময়ে, বা চাহিবামাত্র, বা দেখামাত্র, প্রদান করিতে সম্পূর্ণরূপে দায়বদ্ধ করে;

(১০) "মামলা (suit)" অর্থে আপিল বা দরখাস্ত অন্তর্ভুক্ত হইবে না; এবং

(১১) "ট্রাস্টি" অর্থে বন্ধকি ঋণ পরিশোধ সত্ত্বেও দখলি বন্ধকগ্রহীতা, বা স্বত্বহীন বেআইনিভাবে দখলকারী, বেনামিদার ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

অংশ ২
মামলা, আপিল ও দরখাস্তের তামাদি

৩। **তামাদি মেয়াদান্তে মামলা খারিজ, দায়ের, ইত্যাদি।-** ধারা ৪ হইতে ধারা ২৫ (উভয় অন্তর্ভুক্ত) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, প্রথম তফসিল দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তামাদির মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার পর, দায়েরকৃত মামলা, দাখিলকৃত আপিল, এবং দাখিলকৃত দরখাস্ত, তামাদির প্রশ্ন উত্থাপন না করা সত্ত্বেও, খারিজ হইবে।

ব্যাখ্যা।- সাধারণ ক্ষেত্রে, কোনো যথাযথ কর্মকর্তার নিকট, যেক্ষেত্রে কোনো মামলার আরজি উপস্থাপন করা হয় সেইক্ষেত্রে মামলা দায়ের করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, নিঃস্ব ব্যক্তির (pauper) ক্ষেত্রে, মামলা দায়ের করিবার অনুমতির জন্য নিঃস্ব ব্যক্তি কর্তৃক যখন দরখাস্ত দাখিল করা হয়, এবং যেক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক কোনো কোম্পানি অবসায়ন করা (winding up) হয়, সেইক্ষেত্রে দাবিদার কর্তৃক উক্ত কোম্পানির সরকারি অবসায়কের (liquidator) নিকট প্রথম দাবি উত্থাপনের তারিখে।

[2] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা ", কিন্তু উত্তরাধিকার রাষ্ট্র হিসাবে অন্তর্ভুক্ত" কমা ও শব্দ বিলুপ্ত।

৪। **মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার সময় আদালত বন্ধ থাকা।-** যেক্ষেত্রে কোনো মামলা, আপিল বা দরখাস্ত দাখিলের মেয়াদ আদালত বন্ধ থাকিবার দিনে উত্তীর্ণ হয়, সেইক্ষেত্রে আদালত পুনরায় খুলিবার দিন উক্ত মামলা, আপিল বা দরখাস্ত দাখিল করা যাইবে।

৫। **কতিপয় ক্ষেত্রে মেয়াদ বর্ধিতকরণ।-** যদি আপিলকারী বা দরখাস্তকারী এই মর্মে আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারে যে, নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আপিল দায়ের বা দরখাস্ত দাখিল না করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে কোনো রায় পুনর্বিবেচনা (revision) বা পুননিরীক্ষণ (review) বা আপিল দায়ের করিবার অনুমতি প্রার্থনার কোনো আপিল বা দরখাস্ত বা অন্য কোনো দরখাস্ত উহার জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার পর গৃহীত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা- ঘটনা হইতেছে এই যে, আপিলকারী বা দরখাস্তকারী হাইকোর্টের কোনো আদেশ, পদ্ধতি বা রায় দ্বারা তামাদির মেয়াদ গণনা বা নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হইয়া থাকিলে উহা এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬। **আইনগত অক্ষমতা।-** (১) যেক্ষেত্রে মামলা বা কার্যধারা দায়ের করিবার, বা ডিক্রি কার্যকর করিবার জন্য দরখাস্ত দাখিলে, অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে সময় হইতে তামাদির মেয়াদ গণনা আরম্ভ হইবে সেই সময় যদি কোনো ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক, বা অপ্রকৃতিস্থ, বা উন্মাদ থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তাহার উক্তরূপ অক্ষমতার অবসান ঘটিবার পর প্রথম তফসিলের তৃতীয় কলাম বা দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ৪৮-এ নির্ধারিত একই সময়ের মধ্যে মামলা বা কার্যধারা দায়ের বা দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য অনুমতি প্রাপ্য হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষমতা অব্যাহত থাকে, যে সময় হইতে তামাদির মেয়াদ গণনা আরম্ভ করিতে হইবে সেই সময় উক্তরুপ দুইটি অক্ষমতার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বা যেক্ষেত্রে অক্ষমতার অবসান ঘটিবার পূর্বে উক্ত ব্যক্তি আরেকটি অক্ষমতায় নিপতিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তাহার উভয় অক্ষমতার অবসান ঘটিবার পর, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, মামলা দায়ের বা দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষমতা অব্যাহত থাকে, সেইক্ষেত্রে তাহার আইনানুগ প্রতিনিধি উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর, অক্ষমতা না থাকিলে উক্ত ব্যক্তি যে মেয়াদের মধ্যে মামলা দায়ের বা দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিত সেই মেয়াদের মধ্যে মামলা দায়ের বা দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবে।

(৪) উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখে উক্ত প্রতিনিধি কোনো অক্ষমতায় পতিত হইবার ক্ষেত্রেও উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকাকালে একটি নৌকার ভাড়া আদায়ের জন্য মামলা করিবার অধিকার অর্জন করে। উক্তরুপ অধিকার অর্জনের চার বৎসর পর যদি সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহা হইলে প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর উক্তরূপ সময়ের মধ্যে সে তাহার মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

(খ) খ অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকাকালে একটি মামলা দায়ের করিবার অধিকার অর্জন করে। উক্তরুপ অধিকার অর্জনের পর অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকাকালেই যদি সে অপ্রকৃতিস্থ হয়, তাহা হইলে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার অবসানের তারিখ হইতে তামাদি মেয়াদ গণনা আরম্ভ হইবে।

(গ) অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকাকালে গ মামলা দায়ের করিবার অধিকার অর্জন করে। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্বেই যদি গ মৃত্যুবরণ করে এবং তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ঘ তাহার উত্তরাধিকারী হয়, তাহা হইলে ঘ এর প্রাপ্তবয়স্ক হইবার তারিখ হইতে তামাদির মেয়াদ গণনা আরম্ভ হইবে।

৭। **কতিপয় বাদি বা দরখাস্তকারীর মধ্যে কোনো একজনের অক্ষমতা।-** যেক্ষেত্রে যৌথভাবে মামলা বা কার্যধারা দায়ের বা ডিক্রি জারির জন্য দরখাস্ত দাখিলের অধিকারী কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে কোনো একজন উক্তরুপ অক্ষম হন এবং তাহার সম্মতি ব্যতিরেকেই দায়মুক্ত করা সম্ভব হয়, সেইক্ষেত্রে তাহাদের সকলের প্রতিকূলে তামাদির মেয়াদ অতিবাহিত হইতে থাকিবে, তবে যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে দায়মুক্ত করা সম্ভব হয় না, সেইক্ষেত্রে তাহার অক্ষমতা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত বা অক্ষমতার অবসান না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের কাহারও প্রতিকূলে তামাদির মেয়াদ অতিবাহিত হইবে না।

উদাহরণ

(ক) ক একটি প্রতিষ্ঠানের (firm) নিকট দেনাগ্রস্ত হয় যেখানে খ, গ ও ঘ উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদার। খ উন্মাদ এবং গ অপ্রাপ্তবয়স্ক। খ এবং গ এর সম্মতি ব্যতিরেকেই ঘ দেনাদার ক কে দায়মুক্ত করিতে পারিবে। খ, গ এবং ঘ এর প্রতিকূলে তামাদির মেয়াদ অতিবাহিত হইতে থাকিবে।

(খ) ক একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট দেনাগ্রস্ত হয় যাহার অংশীদার চ, ছ এবং জ। চ ও ছ উন্মাদ এবং জ অপ্রাপ্তবয়স্ক। চ বা ছ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা জ প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত কাহারও প্রতিকূলে সময় অতিবাহিত হইবে না।

৮। **বিশেষ ব্যতিক্রমসমূহ।-** ধারা ৬ বা ধারা ৭ এর কোনো কিছুই অগ্রক্রয়ের (pre-emption) অধিকার বলবৎ করিবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, বা কোনো অক্ষম ব্যক্তির আবশ্যিকভাবে মামলা দায়ের বা দরখাস্ত দাখিল করিবার ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অক্ষমতার অবসান বা মুত্যু ঘটিবার পর তিন বৎসরের অধিক সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ

(ক) ক অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকাকালে উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করিবার অধিকার অর্জন করে, ১১ বৎসর পর সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। ক, সাধারণ আইনের অধীন, মামলা দায়েরের জন্য কেবল অবশিষ্ট এক বৎসর সময় প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ধারা ৬ এবং এই ধারার বিধান অনুসারে সে আরও দুই বৎসর অতিরিক্ত সময় প্রাপ্য হইবে, প্রাপ্তবয়স্ক হইবার তারিখ হইতে সে সমুদয় তিন বৎসর সময়ের মধ্যে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

(খ) ক উন্মাদ থাকাকালে একটি বংশগত পদবি লাভের জন্য মামলা করিবার অধিকারপ্রাপ্ত হয়। ইহার ছয় বৎসর পর ক সুস্থ হয়। সাধারণ আইনের অধীন ক সুস্থ হইবার পর ছয় বৎসরের মধ্যে

মামলা দায়ের করিতে পারিবে। এই ধারার বিধানের সহিত পঠিতব্য ধারা ৬ এর অধীন মামলা দায়ের করিবার জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে না।

(গ) ক, যিনি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন একজন ব্যক্তি, জমিদার (landlord) হিসাবে একজন প্রজার নিকট হইতে অর্জিত জমির দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করিবার অধিকার অর্জন করে। ক অধিকার অর্জনের তিন বৎসর পর মৃত্যুবরণ করে, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাহার জড়বুদ্ধিতা বহাল থাকে। সাধারণ আইনের অধীন ক এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি তাহার মৃত্যুর তারিখ হইতে নয় বৎসরের মধ্যে মামলা দায়ের করিতে পারিবে। এই ধারার বিধানের সহিত পঠিতব্য ধারা ৬ এর অধীন মামলা দায়ের করিবার জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইবে না, যদিনা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির উপর প্রতিনিধিত্ব বর্তাইবার সময় স্বয়ং তাহার কোনো অক্ষমতা দেখা দেয়।

৯। **সময়ের অবিরাম চলমানতা।-** যেক্ষেত্রে সময় একবার অতিবাহিত হইতে আরম্ভ করে, সেইক্ষেত্রে আদালতে অধিকার দাবি করিবার কোনো পরবর্তী অক্ষমতা বা অপারগতার দ্বারা উহা বারিত (stop) হইবে না:

তবে শর্ত থোকে যে, যেক্ষেত্রে পাওনাদারের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেনাদারের উপর অর্পিত হয়, সেইক্ষেত্রে যতদিন তাহার উপর উক্ত দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে ততদিন উক্ত দেনার অর্থ আদায়ের মামলা দায়ের করিবার সময় অতিবাহিত হওয়া স্থগিত থাকিবে।

১০। **প্রকাশ্য ট্রাস্টি এবং তাহাদের প্রতিনিধিগণের বিরুদ্ধে মামলা।—** পূর্বোক্ত বিধানাবলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যাহার সম্পত্তি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কোনো ট্রাস্টের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহার বা তাহার আইনানুগ প্রতিনিধি বা স্বত্বনিয়োগীর (assigns) বিরুদ্ধে, (নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে মূল্যভিত্তিক পণ্যের বিনিময়ে স্বত্বনিয়োগ না হইয়া থাকিলে) তাহার বা তাহাদের (অধিকারে থাকা) অনুরূপ সম্পত্তির হিসাব বা উহার আয়ের হিসাবের জন্য কোনো মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সময়ের পরিমাপে বারিত (barred) হইবে না।

এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, হিন্দু, মুসলিম বা বৌদ্ধ ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত কোনো সম্পত্তি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ট্রাস্টে ন্যস্ত সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং অনুরূপ সম্পত্তির ব্যবস্থাপক উহার ট্রাস্টি বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১১। **বৈদেশিক চুক্তির উপর মামলা।-** (১) বিদেশে সম্পাদিত কোনো চুক্তির উপর বাংলাদেশে কোনো মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে এই আইনের তামাদি সংক্রান্ত বিধান সাপেক্ষে উহা দায়ের করিতে হইবে।

(২) বিদেশে সম্পাদিত কোনো চুক্তির উপর বাংলাদেশে দায়েরকৃত মামলার পক্ষসমর্থন (defence) হিসাবে তামাদি সংক্রান্ত বিদেশি কোনো বিধি-বিধান গ্রহণ করা যাইবে না, যদি না উক্ত চুক্তি দ্বারা উক্ত বিধি-বিধান পরিসমাপ্ত (extiguish) করা হইয়া থাকে এবং যদি উক্ত বিধি-বিধান দ্বারা নির্ধারিত সময়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ উক্ত দেশে ডমিসাইলসূত্রে নাগরিক হিসাবে বসবাস করিয়া থাকে।

অংশ ৩
তামাদির মেয়াদ গণনা

১২। **আইনগত কার্যধারা হইতে সময় বাদ দেওয়া (exclusion)।-** (১) কোনো মামলা দায়ের, আপিল বা দরখাস্তের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, যে দিন হইতে উক্ত মেয়াদ গণনা আরম্ভ করা হইবে সেই দিনটি বাদ দিতে হইবে।

(২) কোনো আপিল, আপিলের অনুমতির জন্য দরখাস্ত এবং পুননিরীক্ষণের দরখাস্তের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, অভিযোগকৃত বিষয়ে রায় ঘোষণার দিন, এবং যে ডিক্রি, দন্ড বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল করা হইবে উহার নকল সংগ্রহ করার সময়, বাদ যাইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো ডিক্রি সম্পর্কে আপিল বা পুননিরীক্ষণের (review) দরখাস্ত দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ডিক্রি যে রায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই রায়ের নকল উত্তোলন করিতে যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন হয় উহা বাদ দিতে হইবে।

(৪) কোনো রোয়েদাদ বাতিল (set aside) করিবার দরখাস্তের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনা করিবার ক্ষেত্রে, রোয়েদাদের নকল উত্তোলন করিতে যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন হয় উহা বাদ দিতে হইবে।

১৩। **বাংলাদেশ এবং অন্যান্য কতিপয় অঞ্চল হইতে বিবাদির অনুপস্থিতিকালীন সময় গণনা হইতে বাদ দেওয়া।-** কোনো মামলা দায়েরের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ [3][সরকারের] প্রশাসনাধীন এলাকা বহির্ভূত অঞ্চলে বিবাদির অবস্থানের সময় বাদ দিতে হইবে।

১৪। **এখতিয়ার বহির্ভূত আদালতের কার্যধারায় সদুদ্দেশ্যে (bonafide) ব্যয়িত সময় গণনা হইতে বাদ দেওয়া।-** (১) যদি বাদি কোনো আদি এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে বা আপিল আদালতে, বিবাদির বিরুদ্ধে, অন্য কোনো দেওয়ানি মামলা যথাযথ যত্ন সহকারে চালাইতে থাকে ও উক্ত মামলা যদি একই কারণের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়, এবং উক্ত আদালতের উহা গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে এখতিয়ারগত ত্রুটি বা অনুরূপ অন্য কোনো কারণ থাকা সত্ত্বেও, যদি সরল বিশ্বাসে উক্ত মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোনো মামলা দায়েরের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, উক্ত মামলায় ব্যয়িত সময় তামাদির মেয়াদ গণনা হইতে বাদ দেওয়া যাইবে।

(২) কোনো দরখাস্ত দাখিলের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, দরখাস্তকারী কোনো আদি এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে বা আপিল আদালতে একই পক্ষের বিরুদ্ধে যদি অন্য একটি দেওয়ানি মামলা যথাযথ যত্ন সহকারে চালাইতে থাকে এবং উহাতে যদি একই প্রতিকার দাবি করা হয়, তাহা হইলে উক্ত আদালতের উহা গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে এখতিয়ারগত ত্রুটি বা অনুরূপ অন্য কোনো কারণ থাকা সত্ত্বেও, যদি সরল বিশ্বাসে উক্ত মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোনো মামলা দায়েরের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, উক্ত মামলায় ব্যয়িত সময় তামাদির মেয়াদ গণনা হইতে বাদ দেওয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ১।— সময় বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে, যে সময়ের জন্য পূর্ববর্তী মামলা বা দরখাস্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল, যে দিন উক্ত মামলা বা দরখাস্ত রুজু বা দাখিল করা হইয়াছিল এবং যে দিন উক্ত কার্যধারা সমাপ্ত হইয়াছিল, উভয় দিন গণনা করিতে হইবে।

[3] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "কেন্দ্রীয় সরকার" শব্দের পরিবর্তে "সরকার" শব্দ প্রতিস্থাপিত।

ব্যাখ্যা ২।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যে বাদি বা দরখাস্তকারী আপিলে বিরোধিতা করিতেছেন, তিনি কার্যধারা পরিচালনা করিতেছেন মর্মে গণ্য হইবেন।

ব্যাখ্যা ৩।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভ্রমাত্মক পক্ষভুক্তি বা মামলা দায়েরের কারণ এখতিয়ারগত ত্রুটির ন্যায় একই প্রকৃতির ত্রুটি মর্মে গণ্য হইবে।

১৫। **আইনগত কার্যধারা স্থগিত থাকাকালীন সময় বাদ দেওয়া।-** (১) কোনো ডিক্রি কার্যকর করিবার জন্য মামলা বা দরখাস্ত দাখিলের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, যদি কোনো নিষেধাজ্ঞা বা আদেশ দ্বারা কোনো মামলা বা দরখাস্ত স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে নিষেধাজ্ঞা বা আদেশ বলবৎ থাকা পর্যন্ত সময়, যে দিন উহা জারি বা প্রদান করা হইয়াছিল, এবং যে দিন উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল সেই দিনসহ, বাদ দেওয়া যাইবে।

(২) কোনো মামলার তামাদির নির্ধারিত মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ সময় গণনা হইতে বাদ দেওয়া যাইবে।

১৬। **বিক্রয় রদের আইনগত কার্যধারা নিষ্পন্নাধীন থাকাকালীন সময় বাদ দেওয়া।-** ডিক্রি জারি কার্যধারায় ক্রয়কৃত সম্পত্তির দখল প্রাপ্তির জন্য ক্রেতা কর্তৃক মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে বিক্রয় রদের জন্য দায়েরকৃত কার্যধারা চলমান থাকিবার সময়কাল তামাদির মেয়াদ গণনা হইতে বাদ দেওয়া যাইবে।

১৭। **মামলা দায়ের করিবার অধিকার অর্জনের পূর্বে মৃত্যুর ফলাফল।-** (১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি জীবিত থাকিলে কোনো মামলা দায়ের বা দরখাস্ত দাখিল করিবার অধিকারী হইত, সেইক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি যদি অধিকার সৃষ্টির পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির আইনানুগ প্রতিনিধি মামলা দায়ের বা দরখাস্ত দাখিল করিবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইবার সময়কাল তামাদি মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া যাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি জীবিত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোনো মামলা দায়ের বা দরখাস্ত দাখিল করিবার অধিকার লাভ করিত, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যদি অধিকার সৃষ্টি হইবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির কোনো আইনানুগ প্রতিনিধি যখন মামলা দায়ের বা দরখাস্ত দাখিল করিতে সক্ষম হন তখন হইতে তামাদি মেয়াদ গণনা করা যাইবে।

(৩) সম্পত্তিতে অগ্রক্রয়ের অধিকার বলবৎকরণ বা স্থাবর সম্পত্তির দখল বা বংশগত কোনো পদবি সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) ও (২) এর কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

১৮। **প্রতারণার ফলাফল।-** যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি মামলা দায়ের বা দরখাস্ত দাখিল করিবার অধিকারী হয় এবং প্রতারণামূলকভাবে উক্ত ব্যক্তিকে সেই অধিকারের বিষয় বা স্বত্বের ভিত্তি সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রদান করা হয় বা উক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে দলিলের প্রয়োজন হয় সেই দলিল প্রতারণামূলকভাবে তাহার নিকট গোপন রাখা হয়, সেইক্ষেত্রে -

(ক) প্রতারণার জন্য দোষী ব্যক্তি বা তাহার সহযোগীর বিরুদ্ধে, বা

(খ) তাহার মাধ্যমে সরল বিশ্বাসে এবং প্রতিদান মূল্য (valuable consideration) ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে,

মামলা দায়ের বা কোনো দরখাস্ত দাখিলের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সর্বপ্রথম যে দিন প্রতারণার বিষয়ে অবগত হয় বা দলিল গোপন করিবার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে দিন উক্ত দলিল উপস্থাপন করিতে সমর্থ হন বা অপর পক্ষকে উহা উপস্থাপন করিতে বাধ্য করেন সেইদিন হইতে মামলা দায়ের বা দরখাস্ত দাখিলের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনা করিতে হইবে।

১৯। **লিখিত প্রাপ্তি স্বীকারের ফলাফল।-** (১) যেক্ষেত্রে কোনো সম্পত্তি বা অধিকার সম্পর্কে মামলা দায়ের বা দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য, নির্ধারিত তামাদির মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার পূর্বে, যাহাদের নিকট হইতে উক্ত সম্পত্তি বা অধিকার দাবি করা হইতেছে, তাহারা নিজ স্বাক্ষরে লিখিতভাবে উক্ত সম্পত্তি বা অধিকার সম্পর্কে দায় স্বীকার করেন, বা অন্য কোনো বাক্তি যাহার মাধ্যমে তিনি উক্ত সম্পত্তির মালিকানা বা দায় প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ স্বীকৃতি স্বাক্ষরিত হইবার সময় হইতে নূতন করিয়া তামাদির মেয়াদ গণনা করিতে হইবে।

(২) উক্ত লিখিত প্রাপ্তিস্বীকারে কোনো তারিখ না থাকিলে, উহা স্বাক্ষর করিবার সময় সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করা যাইতে পারে, তবে সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর বিধান সাপেক্ষে উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা ১।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সম্পত্তি বা অধিকারের সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে উহাতে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ না থাকিলে স্বীকৃতি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে, বা হলফপূর্বক কোনো কিছু পরিশোধ, সরবরাহ, কার্যসম্পাদন, বা কিছু ভোগ দখলের সময় এখনও উদ্ভূত হয় নাই, বা সংশ্লিষ্ট স্বীকৃতির সহিত কোনো কিছু পরিশোধ, সরবরাহ, কার্যসম্পাদন, বা কিছু ভোগ দখল করিবার অনুমতি প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়, বা উহার সহিত পালটা-দাবি (set-off) উত্থাপন করা হয়, বা উহা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বা অধিকারের স্বত্ববান ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করা হয়।

ব্যাখ্যা ২।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "স্বাক্ষরিত" অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো এজেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

ব্যাখ্যা ৩।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো ডিক্রি জারি বা আদেশ কার্যকর করিবার দরখাস্ত কোনো অধিকার আদায়ের দরখাস্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২০। **উত্তরাধিকার দায় (legacy) সম্পর্কিত ঋণ বা সুদ পরিশোধের ফলাফল।-** (১) যেক্ষেত্রে কোনো ঋণের হিসাব বা সুদ বাবদ নির্ধারিত মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার পূর্বে উক্ত ঋণ বা উত্তরাধিকার দায় পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি, বা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, ঋণ বা উত্তরাধিকার দায় পরিশোধ করে, সেইক্ষেত্রে পরিশোধের তারিখ হইতে নূতন করিয়া তামাদির মেয়াদ গণনা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ১৯২৮ সনের ১ জানুয়ারির পূর্বে সুদ পরিশোধের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তি অর্থ প্রদান করিবে, প্রাপ্তিস্বীকার তাহার স্বহস্তে লিখিত বা পরিশোধকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইলে উহা অর্থ পরিশোধের প্রাপ্তিস্বীকার বলিয়া গণ্য হইবে।

২১। **অক্ষম ব্যক্তির এজেন্ট।-** (১) ধারা ১৯ ও ২০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্প, "তাহার পক্ষে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি" অভিব্যক্তি অর্থে, অক্ষম ব্যক্তির প্রাপ্তিস্বীকারপত্র স্বাক্ষর বা অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে, তাহার আইনানুগ অভিভাবক, কমিটি বা ব্যবস্থাপক, বা উক্তরুপ অভিভাবক, কমিটি বা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

(২) উক্ত ধারাসমূহের কোনো বিধানবলে যৌথ চুক্তি সম্পাদনকারী, অংশীদার, নির্বাহক বা বন্ধকগ্রহীতাদের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি তাহাদের এজেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত কোনো লিখিত প্রাপ্তিস্বীকার বা অর্থ প্রদানের ফলে অপর ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা যাইবে না।

(৩) উক্ত ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(ক) হিন্দু আইনের বিধানের অধীন কোনো বিধবা বা সম্পত্তিতে সীমিত স্বত্ত্বে স্বত্ত্ববান কোনো ব্যক্তি বা তৎকর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট কর্তৃক কোনো দায়ের ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত প্রাপ্তিস্বীকার বা অর্থ প্রদান সংক্রান্ত দায় পরবর্তী উত্তরাধিকারীর প্রতিকূলে বৈধ প্রাপ্তিস্বীকার বা পরিশোধিত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) যেক্ষেত্রে কোনো অবিভক্ত হিন্দু পরিবার বা উহার পক্ষে কোনো ব্যক্তি দায়গ্রস্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিবারের ব্যবস্থাপক বা তৎকর্তৃক যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট কোনো প্রাপ্তিস্বীকার বা অর্থ প্রদান করিলে উহা সমগ্র পরিবারের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

২২। **নূতন বাদি বা বিবাদিকে স্থলাভিষিক্ত বা পক্ষভুক্ত করিবার ফলাফল।-** (১) যেক্ষেত্রে, মামলা দায়ের করিবার পর, নূতন কোনো বাদি বা বিবাদিকে কাহারও স্থলাভিষিক্ত বা পক্ষভুক্ত করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যে তারিখে অনুরূপভাবে পক্ষভুক্ত হইয়াছে, তাহার ক্ষেত্রে, মামলাটি সেই তারিখে দায়ের করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে মামলা মূলতবি থাকাকালে স্বত্বার্পণ (assignment) বা কোনো স্বত্ব হস্তান্তরের (devolution) কারণে কাহাকেও পক্ষভুক্ত বা স্থলাভিষিক্ত করা হয় অথবা যেক্ষেত্রে বাদিকে বিবাদি বা বিবাদিকে বাদি হিসাবে রূপান্তরিত করা হয় সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

২৩। **লঙ্ঘন এবং ভুলের চলমানতা।-** চলমান চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এবং কোনো স্বতন্ত্র চলমান চুক্তির ভুলের ক্ষেত্রে, চুক্তি লঙ্ঘন বা, ক্ষেত্রমত, ভুল চলাকালীন সময়ের প্রতি মুহূর্তেই নূতন করিয়া তামাদির মেয়াদ অতিবাহিত হইতে আরম্ভ করিবে।

২৪। **বিশেষ ক্ষতির কারণ ব্যতীত যে কার্যের জন্য মামলা দায়ের করা যায় না সেইরূপ কার্যের জন্য ক্ষতিপূরণের মামলা।-** যেক্ষেত্রে কোনো কার্যের দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট ক্ষতি সাধিত না হইবার কারণে কোনো মামলা কারণের উদ্ভব হয় না, সেইক্ষেত্রে যখন ক্ষতি সংঘটিত হয় তখন হইতে তামাদির মেয়াদ গণনা করিতে হইবে।

উদাহরণ

ক একটি ভূমির উপরিভাগের মালিক। খ ভূ-অভ্যন্তরের মালিক। খ উপরিভাগের তাৎক্ষণিক দৃশ্যমান কোনো ক্ষতি সাধন না করিয়া ভূ-অভ্যন্তর হইতে কয়লা খনন ও উত্তোলন করে, তবে অবশেষে ভূমির উপরিভাগ ধ্বসিয়া পড়ে। এইরূপ ক্ষেত্রে ক কর্তৃক খ এর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের তামাদির মেয়াদ উক্ত ভূমি ধ্বসিয়া পড়িবার সময় হইতে আরম্ভ হইবে।

২৫। **দলিলে উল্লিখিত সময়ের গণনা।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সম্পাদিত যাবতীয় দলিল খ্রিস্টীয় (gregorian) বর্ষপঞ্জি অনুসারে সম্পাদিত বলিয়া গণ্য হইবে।

উদাহরণ

(ক) জনৈক হিন্দু ব্যক্তি একটি অঙ্গীকারপত্রে স্থানীয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে তারিখ উল্লেখ করে, এবং চার মাস পর উহা পরিশোধযোগ্য হয়। অঙ্গীকারপত্র মোতাবেক মামলা দায়েরের জন্য খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে উক্ত তারিখ হইতে চার মাস অতিবাহিত হইবার পর তামাদির মেয়াদ গণনা করিতে হইবে।

(খ) জনৈক হিন্দু ব্যক্তি, এক বৎসরের মধ্যে টাকা পরিশোধের শর্তে, স্থানীয় বর্ষপঞ্জির তারিখ উল্লেখপূর্বক একটি মুচলেকা প্রদান করিয়া উক্ত মুচলেকার কারণে মামলা করিতে হইলে খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে এক বৎসর সময় অতিবাহিত হইবার পর হইতে তামাদির মেয়াদ গণনা করিতে হইবে।

অংশ ৪
দখলবলে মালিকানা স্বত্ত্ব অর্জন

২৬। **সুখাধিকারের (easements) অধিকার অর্জন।-** (১) যেক্ষেত্রে কোনো ভবনে আলো বা বাতাসের প্রবেশ সুখাধিকারে, ও অধিকার হিসাবে, অব্যাহতভাবে, এবং বিশ বৎসর যাবত শান্তিপূর্ণভাবে ভোগ করা হইয়াছে,

এবং যেক্ষেত্রে কোনো পথ বা জলস্রোত, বা কোনো পানির ব্যবহার, বা যে কোনো সুখাধিকার (ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাহাই হউক) কোনো ব্যক্তি সুখাধিকারে, ও অধিকার হিসাবে উহাতে স্বত্ত্ব দাবি করিয়া অব্যাহতভাবে, এবং বিশ বৎসর যাবত, শান্তিপূর্ণভাবে ভোগ করিয়াছে,

অনুরূপ আলো-বাতাসের প্রবেশ ও ব্যবহার, পথ, জলস্রোত, পানির ব্যবহার, বা অন্য কোনো সুখাধিকার নিরঙ্কুশ ও অলঙ্ঘনীয় অধিকারে পরিণত হইবে।

কোনো মামলায় উক্তরূপ কোনো অধিকারের দাবির বিরোধিতা করা হইলে, উক্ত মামলায় উভয় ক্ষেত্রেই বিশ বৎসর যাবত বলিতে মামলা দায়েরের তারিখের অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত বিশ বৎসর বুঝাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো সরকারের মালিকানাধীন সম্পত্তির উপর অধিকার দাবি করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত "বিশ বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "ষাট বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার বিধান কোনো কিছুতেই বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে না, যদিনা কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত দখল বা ভোগের ক্ষেত্রে দাবিদার ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির কার্য দ্বারা বাধা প্রদান করা হয়, এবং যদি না উক্ত বাধা প্রযুক্ত বা উহার দাবিদার কর্তৃক উহাতে মৌন সম্মতি প্রকাশ করা হয় এবং তদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক গোচরীভূত করিবার পর এক বৎসর সময় অতিবাহিত হয়।

উদাহরণ

(ক) পথ চলিবার অধিকারে বাধা প্রদান করিবার জন্য ১৯১১ সনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। বিবাদি বাধা প্রদানের বিষয়টি স্বীকার করে, কিন্তু পথ চলিবার অধিকারের প্রতি অস্বীকৃতি জানায়। বাদি প্রমাণ করে যে, সে এই অধিকার ১৮৯০ সনের ১ জানুয়ারি হইতে ১৯১০ সনের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহতভাবে উহাতে সুখাধিকার হিসাবে স্বত্ব দাবি করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে ও প্রকাশ্যে ভোগ করিয়াছে। বাদি রায় প্রাপ্তির অধিকারী হইবে।

(খ) অনুরূপ এক মামলায় বাদি দাবি করে যে, সে এই অধিকার শান্তিপূর্ণভাবে ও প্রকাশ্যে বিশ বৎসর যাবত ভোগ করিয়াছে। বিবাদি প্রমাণ করে যে, উক্ত বিশ বৎসরের মধ্যে, বাদি একবার উক্তরূপ অধিকার ভোগের জন্য তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল। মামলাটি খারিজ হইয়া যাইবে।

২৭। **অনুগত ভাড়াটিয়ার ভাবী উত্তরাধিকারের অনুকূলে সময় বাদ দেওয়া।-** যেক্ষেত্রে কোনো ভূমি বা পানির সুখাধিকার কোনো জীবন স্বত্ব বা তিন বৎসরের অধিককালের জন্য মঞ্জুরকৃত স্বত্ববলে প্রাপ্ত হইয়াছে, বা ভোগ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে যদি উক্ত স্বত্ব বাতিল হইবার পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে স্বত্ত লাভের অধিকারী ব্যক্তি অনুরূপ ভূমি বা পানি সম্পর্কে উক্তরূপ দাবির বিরোধিতা করে, তবে ২০ (বিশ) বৎসর গণনা করিবার সময় উপরিউক্ত জীবনস্বত্ব বা মঞ্জুরি বহাল থাকাকালে সুখাধিকার যতদিন ভোগ করা হইয়াছে, বিশ বৎসর হইতে উক্ত সময় বাদ দিয়া গণনা করিতে হইবে।

উদাহরণ

ক একটি মামলা দায়ের করিয়া খ এর ভূমির উপর তাহার পথ চলিবার অধিকার ঘোষণা প্রার্থনা করে। ক প্রমাণ করে যে, সে পঁচিশ বৎসর যাবত এই অধিকার ভোগ করিয়াছে; তবে খ প্রদর্শন করে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে দশ বৎসর উক্ত ভূমির উপর গ নামীয় এক হিন্দু বিধবার জীবনস্বত্ব বিদ্যমান ছিল, গ এর মৃত্যুর পর খ উক্ত ভূমিতে স্বত্ব লাভ করে, এবং গ এর মৃত্যুর পর দুই বৎসরের মধ্যে সে ক এর দাবির বিরোধিতা করিয়াছে। এইক্ষেত্রে মামলাটি খারিজ হইয়া যাইবে, কারণ ক এই ধারার বিধানাবলির আলোকে মাত্র পনের বৎসরের ভোগদখল প্রমাণ করিয়াছে।

২৮। **সম্পত্তির অধিকার বিলুপ্তি।-** কোনো সম্পত্তির দখল প্রাপ্তির জন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক মামলা দায়ের করিবার সময়ের মেয়াদান্তে উক্ত সম্পত্তিতে তাহার অধিকার বিলুপ্ত হইবে।

অংশ ৫
হেফাজত ও রহিতকরণ

২৯। **হেফাজত।-** (১) এই আইনের কোনো কিছুই চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ২৫ এর বিধানকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো বিশেষ [4][***] আইনে মামলা, আপিল বা দরখাস্তের জন্য এই আইনের প্রথম তফসিল দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদ অপেক্ষা ভিন্নতর কোনো মেয়াদের বিধান রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে ধারা ৩ এর বিধান

[4] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "বা স্থানীয়" শব্দ বিলুপ্ত।

প্রযোজ্য হইবে, যেন উক্ত মেয়াদ এই তফসিলে বর্ণিত ছিল, এবং কোনো বিশেষ [5][***] আইনের অধীন মামলা, আপিল বা দরখাস্তের তামাদির মেয়াদ গণনার উদ্দেশ্যে-

(ক) ধারা ৪, ৯ হইতে ১৮ এবং ধারা ২২ এর বিধানসমূহ ততটুকু পরিমাণে প্রযোজ্য হইবে, যতটুকু পরিমাণ উক্ত বিশেষ [6][***] আইন দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে বাদ দেওয়া হয় নাই; এবং

(খ) এই আইনের অবশিষ্ট বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) তালাক আইনের অধীন আনীত মামলার ক্ষেত্রে এই আইনের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) যে সকল এলাকায় সুখাধিকার আইন, ১৮৮২ এর প্রয়োগ সম্প্রসারিত হইবে সেই সকল এলাকায় উদ্ভূত মামলার ক্ষেত্রে ধারা ২৬ ও ২৭ এবং ধারা ২-এ বর্ণিত সুখাধিকারের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না।

৩০ এবং ৩১।— রহিতকরণ ও সংশোধন আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

৩২।- দ্বিতীয় রহিতকরণ ও সংশোধন আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

---

[5] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "বা স্থানীয়" শব্দ বিলুপ্ত।

[6] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "বা স্থানীয়" শব্দ বিলুপ্ত।

প্রথম তফসিল

[ধারা ৩ দ্রষ্টব্য]

প্রথম বিভাগ: মামলা

মামলার বর্ণনা।	তামাদির মেয়াদ।	যে সময় হইতে মেয়াদ গণনা আরম্ভ হইবে।
১।[বাংলাদেশ আইন (সংরক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "বা স্থানীয়" শব্দ বিলুপ্ত।]		
অংশ ২ -- নব্বই দিন।		
২। বাংলাদেশে, সময় সময়, আপাতত বলবত কোনো আইন অনুসারে কথিত কোনো কার্য করা বা করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়।	নব্বই দিন।	যখন কার্যটি করা হয় বা করা হইতে বিরত থাকা হয়।
অংশ ৩ -- ছয় মাস।		
৩। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭ এর ধারা ৯ এর অধীন স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার।	ছয় মাস।	যখন সম্পত্তি বেদখল হয়।
৪।[রহিতকরণ ও সংশোধন আইন, ১৯৩৭ (১৯৩৭ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]		
অংশ ৪।- এক বৎসর।		
৫। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ১২৮ (২)(চ) তে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির মামলায়, যেক্ষেত্রে উক্তরূপ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির বিধান উক্ত মামলায় সাধারণ পদ্ধতি বাদ না	এক বৎসর	যখন দেনা বা অবসায়িত দাবি পরিশোধযোগ্য হয় বা যখন সম্পত্তি পুনরুদ্ধারযোগ্য হয়।

দেওয়া হয় ।		
৬। কোনো সংবিধি, আইন, প্রবিধান বা উপ-আইনের অধীন দন্ড বা বাজেয়াপ্তির ক্ষেত্রে।	এক বৎসর	যখন দন্ড ভোগ করা হয় বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।
৭। গৃহভৃত্য, কারিগর বা শ্রমিকের মজুরির জন্য।	এক বৎসর	যখন মজুরি প্রাপ্য হয়।
৮। হোটেল, সরাইখানা বা অতিথিশালার রক্ষক কর্তৃক বিক্রীত খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যের মূল্য আদায়ের জন্য।	এক বৎসর	যখন খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য সরবরাহ করা হয়।
৯। ভাড়াকৃত আবাসনের মূল্য আদায়ের জন্য।	এক বৎসর	যখন মূল্য পরিশোধযোগ্য হয়।
১০। আইন বা সাধারণ প্রথা বা বিশেষ চুক্তির অধীন অগ্রক্রয়ের অধিকার বলবৎকরণ।	এক বৎসর	কোনো বিক্রয়ের বিরুদ্ধে মামলা করিবার ক্ষেত্রে যখন ক্রেতা বিক্রীত সমুদয় সম্পত্তির প্রত্যক্ষ দখল গ্রহণ করে বা যেক্ষেত্রে সম্পত্তি প্রত্যক্ষ দখল সম্ভব না হয়, সেইক্ষেত্রে বিক্রয় দলিল নিবন্ধিত হইবার তারিখে।
১১। কোনো ব্যক্তি, যাহার বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত আদেশ জারি করা হয় সেই ব্যক্তি কর্তৃক, আদেশে বর্ণিত দাবিকৃত কোনো সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আনীত মামলা- (১) কোনো ডিক্রি জারিতে যে সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে কোনো দাবী বা আপত্তি উত্থাপন করা হয় সেই মামলায় দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ। (২) [কেন্দ্রীয় আইনসমূহ (সংরক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৫১ (১৯৫১ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]	এক বৎসর	আদেশের তারিখ।

১১ক। কোনো স্থাবর সম্পত্তি দখলের জন্য ডিক্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ডিক্রি জারিতে বিক্রয়ে অনুরূপ সম্পত্তির দখল অর্পণে বাধা দান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগ করিয়া দরখাস্তকারি, বা ডিক্রিদার বা ক্রেতাকে সম্পত্তির দখল অর্পণের ফলে যে ব্যক্তি সম্পত্তি হইতে বেদখল হয়, সেই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে যদি কোনো দরখাস্ত দাখিল করে, এবং অনুরূপ দরখাস্তের ফলে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন যে ব্যক্তির উপর কোনো আদেশ জারি করা হয়, সেই ব্যক্তি কর্তৃক।	এক বৎসর	আদেশের তারিখ
১২। নিম্নবর্ণিত বিক্রয় রদের মামলা- (ক) দেওয়ানি আদালতের ডিক্রি জারিতে বিক্রয়; (খ) কালেক্টর বা রাজস্ব বিভাগের অন্য কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশবলে সম্পাদিত বিক্রয়; (গ) সরকারি রাজস্ব বকেয়া বা উক্ত রাজস্ব বকেয়া সংক্রান্ত অন্য কোনো দাবি আদায়ের জন্য বিক্রয়; (ঘ) হালনাগাদ বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য নিলামে পত্তনি তালুক বিক্রয়। **ব্যাখ্যা।-** এই অনুচ্ছেদে ‘‘পত্তনি তালুক” অর্থে হালনাগাদ খাজনার বকেয়ার জন্য বিক্রয়যোগ্য যে কোনো মধ্যস্বত্ত অন্তর্ভুক্ত হইবে।	এক বৎসর	যখন বিক্রয় বহাল হয়, বা মামলা দায়ের না হইলে যখন হইতে বিক্রয় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইত। যখণ বিক্রয় বহাল হয়, বা মামলা দায়ের না হইলে যখন বিক্রয় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইত।

১৩। মামলা ব্যতীত কোনো কার্যধারায় দেওয়ানি আদালতের কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ পরিবর্তন বা রদ সংক্রান্ত।	এক বৎসর	যে আদালত হইতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সক্ষম সেই আদালত কর্তৃক মামলায় সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের তারিখ।
১৪। এই আইনে কোনো বিধান নাই এমন কোনো বিষয়ে পদাধিকারবলে কোনো সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক কৃত কোনো কার্য বা প্রদত্ত কোনো আদেশ রদের জন্য।	এক বৎসর	কার্য বা আদেশ প্রদানের তারিখ।
১৫। রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বকেয়া সরকারি রাজস্ব আদায়ের জন্য রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, ইজারা বা হস্তান্তর রদ করিবার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে।	এক বৎসর	যখন ক্রোক, ইজারা বা হস্তান্তর করা হয়।
১৬। বকেয়া রাজস্ব বা তদ্রূপভাবে আদায়যোগ্য অন্য কোনো পাওনার জন্য রাজস্ব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দাবিকৃত অর্থ পরিশোধ বাবদ প্রতিবাদের অধীন প্রদত্ত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে।	এক বৎসর	যখন অর্থ প্রদান করা হয়।
১৭। জনকল্যাণের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে।	এক বৎসর	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইবার তারিখে।
১৮। অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হইতেই ক্ষতিপূরণ আদায়ের ন্যায় মামলার জন্য।	এক বৎসর	অধিগ্রহণ সম্পন্ন করিতে অস্বীকৃতির তারিখে।
১৯। মিথ্যা কারাদণ্ডের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়।	এক বৎসর	কারাদণ্ড ভোগ যখন সমাপ্ত হয়।
২০। আইনগত প্রতিনিধির মোকদ্দমা আইন, ১৮৫৫ এর অধীন নির্বাহক, প্রশাসক বা প্রতিনিধি কর্তৃক।	এক বৎসর	যে ব্যক্তির উপর অন্যায় করা হইয়াছে তাহার মৃত্যুর তারিখে।
২১। মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন, ১৮৫৫ এর অধীন নির্বাহক, প্রশাসক বা প্রতিনিধি কর্তৃক।	এক বৎসর	নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখে।

২২। অন্য কোনো দৈহিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ।	এক বৎসর	যখন ক্ষতি সংঘটিত হয়।
২৩। বিদ্বেষমূলক অভিযোগের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	এক বৎসর	যখন বাবি খালাস হয়, বা যখন অন্য কোনোভাবে অভিযোগের অবসান ঘটে।
২৪। মানহানির (libel) কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	এক বৎসর	মানহানির বিষয় যখন প্রকাশিত হয়।
২৫। কুৎসা রটানোর জন্য ক্ষতিপূরণ।	এক বৎসর	যখন কুৎসামূলক কথা রটানো হয়, উহা যদি নালিশযোগ্য না হয়, তাহা হইলে সেইগুলি রটানোর ফলে যখন বিশেষ ক্ষতির উদ্ভব হয়।
২৬। বাদির ভৃত্য বা কন্যাকে প্রলুব্ধ করিবার কারণে সেবা বাবদ উদ্ভূত ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ।	এক বৎসর	যেদিন ক্ষতির কারণ উদ্ভব হয়।
২৭। বাদির সহিত চুক্তি ভঙ্গ করিবার জন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিবার জন্য ক্ষতিপূরণ।	এক বৎসর	চুক্তি ভঙ্গের তারিখ।
২৮। ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য এবং অবৈধ, অনিয়মিত বা অতিরিক্ত সংকটের জন্য।	এক বৎসর	সংকটের তারিখ।
২৯। আইনগত প্রক্রিয়ার অধীন অস্থাবর সম্পত্তি ভুলভাবে জব্দ করিবার জন্য ক্ষতিপূরণ।	এক বৎসর	জব্দ করিবার তারিখ।
৩০। পণ্য হারাইয়া ফেলা বা মালামালের ক্ষতি করিবার জন্য বাহকের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ।	এক বৎসর	যখন পণ্য হারাইয়া যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৩১। পণ্য সরবরাহ না করা বা বিলম্বে সরবরাহ করিবার জন্য বাহকের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ।	এক বৎসর	পণ্য সরবরাহ করিবার নির্দিষ্ট সময়ে।
অংশ ৫।- দুই বৎসর।		
৩২। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সম্পত্তি ব্যবহার করিবার অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উহা অপব্যবহার করিবার জন্য উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে।	দুই বৎসর	অপব্যবহার যখন প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির গোচরীভূত হয়।
৩৩। আইনগত প্রতিনিধির মোকদ্দমা আইন, ১৮৫৫ এর	দুই বৎসর	যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, তাহা যখন সাধিত হয়।

অধীন ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে।		
৩৪। একই আইনের অধীন প্রশাসকের বিরুদ্ধে।	দুই বৎসর	ঐ
৩৫। একই আইনের অধীন অন্য কোনো প্রতিনিধির বিরুদ্ধে।	দুই বৎসর	ঐ
৩৬। কোনো অবৈধ কার্য, অনুচিত কার্য বা নিষ্ক্রিয়তার কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য, যে ক্ষতিপূরণ কোনো চুক্তির সহিত সম্পর্কিত নহে এবং যে সম্পর্কে এই আইনে কোনো বিশেষ বিধান নাই।	দুই বৎসর	যখন অবৈধ কার্য, অনুচিত কার্য বা নিষ্ক্রিয়তা সংঘটিত হয়।
অংশ ৬।- তিন বৎসর।		
৩৭। কোনো রাস্তা বা জলপ্রবাহের গতিপথে বাধা সৃষ্টির কারণে ক্ষতিপূরণ।	তিন বৎসর	বাধা সৃষ্টির তারিখ।
৩৮। জলপ্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন করিবার কারণে ক্ষতিপূরণ।	তিন বৎসর	গতিপথ পরিবর্তনের তারিখ।
৩৯। স্থাবর সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	অনধিকার প্রবেশের তারিখ।
৪০। গ্রন্থস্বত্ত্ব বা অন্য কোনো বিশেষ অধিকার লংঘনের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	লংঘনের তারিখ।
৪১। অপচয় (waste) রোধের জন্য।	তিন বৎসর	যখন অপচয় আরম্ভ হয়।
৪২। অন্যায়ভাবে নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে ক্ষতি হইবার কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	যখন নিষেধাজ্ঞার অবসান হয়।
৪৩। উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ এর ধারা ৩৬০ বা ৩৬১ এর অধীন ব্যবস্থাপক বা প্রশাসক যে ব্যক্তিকে সম্পত্তির দায়ভার অর্পণ করিয়াছেন বা সম্পত্তি বণ্টন করিয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পণে উক্ত ব্যক্তিকে বাধ্য করিবার জন্য।	তিন বৎসর	দায়ভার অর্পণ বা সম্পত্তি বণ্টনের তারিখ।
৪৪। প্রতিপাল্য (ward) ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর	তিন বৎসর	অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়।

তাহার অভিভাবক কর্তৃক তাহার সম্পত্তির হস্তান্তর রদের জন্য।		
৪৫। [বাংলাদেশ আইন (সংরক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।]		
৪৬। অনুরূপ কোনো রোয়েদাদমূলে আবদ্ধ কোনো পক্ষ কর্তৃক রোয়েদাদভুক্ত কোনো সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য।	তিন বৎসর	চূড়ান্ত রোয়েদাদ বা আদেশের তারিখ।
৪৭। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর অধীন প্রদত্ত স্থাবর সম্পত্তির দখল সম্পর্কিত কোনো আদেশ দ্বারা বাধ্য কোনো ব্যক্তি বা তাহার মাধ্যমে দাবিদার কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত আদেশভুক্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য।	তিন বৎসর	মামলায় চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ।
৪৮। হারাইয়া যাওয়া বা চুরির মাধ্যমে অর্জিত অথবা অসাধুভাবে আত্মসাৎ বা পরিবর্তনকৃত নির্দিষ্ট কোনো অস্থাবর সম্পত্তির জন্য অথবা উহা অন্যায়ভাবে ধারণ বা আটক রাখার কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	সম্পত্তি দখল করিবার অধিকারী ব্যক্তি যখন প্রথম অবগত হয় যে, উহা কাহার নিকট রহিয়াছে।
[7][৪৮ক। ট্রাস্টে হস্তান্তরিত বা গচ্ছিত বা দান বা বন্ধককৃত কোনো অস্থাবর সম্পত্তি পরবর্তীতে মূল্যের বিনিময়ে ট্রাস্ট গ্রহীতা, গচ্ছিত গ্রহীতা বা বন্ধক গ্রহীতার নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়া থাকিলে, তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য।	তিন বৎসর	বাদি যখন বিক্রয়ের বিষয়টি অবগত হয়।]

[7] ভারতীয় তামাদি (সংশোধন) আইন, ১৯২৯ (১৯২৯ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা এন্ট্রি ৪৮ক ও ৪৮খ সন্নিবেশিত।

৪৮খ। কোনো হিন্দু, মুসলিম বা বৌদ্ধ ধর্মীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কোনো অস্থাবর সম্পত্তি মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া থাকিলে উহা রদের জন্য।	তিন বৎসর	বাদি যখন বিক্রয়ের বিষয়টি অবগত হয়।
৪৯। অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি বা অনুরূপ সম্পত্তি কেহ অন্যায়ভাবে গ্রহণ, ক্ষতি বা আটকের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	সম্পত্তি যখন গ্রহণ বা অন্যায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়, বা যখন আটককারীর দখল বেআইনি হয়।
৫০। পশু বহনকারী যানবাহন, নৌকা বা গৃহের আসবাবপত্রের ভাড়ার জন্য।	তিন বৎসর	যখন ভাড়া পরিশোধযোগ্য হয়।
৫১। সরবরাহযোগ্য পণ্যের অগ্রীম অর্থের অবশিষ্টাংশ আদায় করিবার জন্য।	তিন বৎসর	যখন পণ্য সরবরাহ হওয়া সমীচীন।
৫২। বিক্রিত বা সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় নাই এইরূপ পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	পণ্য সরবরাহের তারিখ।
৫৩। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার পর বিক্রিত বা সরবরাহকৃত মূল্য পরিশোধের শর্তে ধারে বিক্রীত ও সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	ধার প্রদানের সময় যখন উত্তীর্ণ হয়।
৫৪। বিনিময়পত্রমূলে বিক্রিত বা সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রীত বা সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য বাবদ উক্ত বিনিময়পত্র প্রদান না করা।	তিন বৎসর	প্রস্তাবিত বিনিময়পত্রে উল্লিখিত মেয়াদ যখন শেষ হয়।
৫৫। বাদি কর্তৃক বিবাদির নিকট বিক্রীত বৃক্ষ বা বাড়ন্ত শস্যের মূল্যের জন্য, যেক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের মেয়াদ উভয় পক্ষের মধ্যে নির্ধারিত হয় নাই।	তিন বৎসর	বিক্রয়ের তারিখে।

৫৬। বিবাদির অনুরোধে বাদি কর্তৃক বিবাদির কার্য সম্পাদন বাবদ পারিশ্রমিকের জন্য, যেক্ষেত্রে পারিশ্রমিক প্রদানের জন্য কোনো সময় নির্ধারিত হয় নাই।	তিন বৎসর	যখন কার্য শেষ করা হয়।
৫৭। ধারকৃত পরিশোধযোগ্য অর্থ আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ধার প্রদান করা হয়।
৫৮। যেক্ষেত্রে ধারদাতা অর্থের বিপরীতে চেক প্রদান করিয়াছে সেই অর্থ আদায়ের মামলার জন্য।	তিন বৎসর	যখন চেক প্রদান করা হইয়াছে।
৫৯। চুক্তির অধীন চাহিবামাত্র পরিশোধের শর্তে প্রদত্ত ধারের অর্থ আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	যখন ধার প্রদান করা হয়।
৬০। চুক্তির অধীন চাহিবামাত্র পরিশোধের শর্তে আমানতি অর্থসহ ব্যাংকের নিকট ক্রেতার আমানত রাখা অর্থ আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	যখন অর্থ দাবী করা হয়।
৬১। বাদিকে প্রদেয় অর্থ বিবাদিকে প্রদান করা হইয়া থাকিলে তাহা আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	যখন অর্থ প্রদান করা হয়।
৬২। বিবাদি কর্তৃক বাদিকে প্রদেয় অর্থ বাদির পক্ষ হইতে বিবাদি গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	যখন অর্থ গ্রহণ করা হয়।
৬৩। বিবাদির নিকট বাদির পাওনা অর্থের সুদ আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	যখন সুদ পাওনা হয় ।
৬৪। বাদি ও বিবাদির মধ্যে দেনা-পাওনার হিসাব বিবৃত হইবার পর বিবাদির নিকট বাদির অর্থ পাওনা থাকিলে উক্ত অর্থ আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	যখন লিখিতভাবে হিসাব বিবৃত হয় এবং উহা বিবাদি বা বিবাদির নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়, কিন্তু যেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোনো সময়ে দেনা পরিশোধের শর্তে উভয়ের মধ্যে কোনো লিখিত চুক্তি হয় এবং তাহা উপরি-

		উক্তরূপে স্বাক্ষরিত হয়, সেইক্ষেত্রে অর্থ পরিশোধের সময় যখন উপস্থিত হয়।
[৪][৬৪ক। দেওয়ানি [৯][কার্যবিধি, ১৯০৮] এর আদেশ ৩৭ এর অধীন।	তিন বৎসর	যখন ঋণ পরিশোধ হয়।]
৬৫। নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কাজ করিবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবার কারণে, বা সম্ভাব্য কোনো ঘটনা ঘটিলে, উহার ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	যখন নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হয়, বা সম্ভাব্য ঘটনা ঘটে।
৬৬। নির্দিষ্ট দিনে অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত একক মুচলেকার জন্য।	তিন বৎসর	মুচলেকায় উল্লিখিত দিন।
৬৭। অর্থ পরিশোধের কোনো দিন নির্ধারণ করা হয় নাই, এইরূপ একক মুচলেকা (bond) প্রদানের জন্য।	তিন বৎসর	মুচলেকা কার্যকর হইবার তারিখ।
৬৮। শর্তসাপেক্ষ মুচলেকার জন্য।	তিন বৎসর	যখন শর্ত ভঙ্গ করা হয়।
৬৯। নির্দিষ্টকৃত সময়ের পর পরিশোধযোগ্য বিনিময়পত্র বা প্রত্যর্থপত্র পরিশোধের জন্য ।	তিন বৎসর	যখন বিনিময়পত্র বা প্রত্যর্থপত্র পরিশোধযোগ্য হয়।
৭০। দর্শনমাত্র বা দর্শনের পর পরিশোধযোগ্য কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধযোগ্য নয়, এইরূপ বিনিময়পত্রের জন্য।	তিন বৎসর	যখন বিনিময়পত্র উপস্থাপন করা হয়।
৭১। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পরিশোধের শর্তে যে বিনিময়পত্র গৃহীত হইয়াছে উহার জন্য।	তিন বৎসর	উক্ত স্থানে যখন বিনিময়পত্র উপস্থাপন করা হয়।

[৪]দেওয়ানি কার্যবিধি ও তামাদি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারা দ্বারা এন্ট্রি ৬৪ক সন্নিবেশিত।

[৯] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "কার্যবিধি, ১৯০৮" শব্দ, কমা ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত।

৭২। দর্শন বা তলবের পর কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধযোগ্য বিনিময়পত্র বা প্রত্যর্থপত্রের জন্য।	তিন বৎসর	নির্দিষ্ট সময় যখন উত্তীর্ণ হয়।
৭৩। মামলা করিবার অধিকার খর্ব বা স্থগিত করিয়া লিখিত কিছু সংযোজিত হয় নাই এমন বিনিময়পত্র বা প্রত্যর্থপত্র চাহিবামাত্র পরিশোধের জন্য।	তিন বৎসর	বিনিময়পত্র বা প্রত্যর্থপত্র সম্পাদনের তারিখে।
৭৪। কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য প্রত্যর্থপত্র বা মুচলেকার জন্য।	তিন বৎসর	উক্ত সময় পরিশোধযোগ্য অংশ বাবদ প্রথম কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর পরবর্তী কিস্তিসমূহের কারণে প্রত্যেক কিস্তির সময় উত্তীর্ণ হইবার পর।
৭৫। যেক্ষেত্রে শর্ত রহিয়াছে যে, এক বা একাধিক কিস্তি খেলাপ হইলে সমুদয় অর্থ একসঙ্গে আদায়যোগ্য হইবে সেইক্ষেত্রে কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য প্রত্যর্থপত্র বা মুচলেকার জন্য।	তিন বৎসর	যখন কিস্তি খেলাপ করা হয়, তবে যেক্ষেত্রে পাওনাদার বা বাধিত ব্যক্তি উক্ত শর্তের সুবিধা প্রত্যাহার করে এবং তৎপর যখন নূতন করিয়া কিস্তি খেলাপ হয়, তৎসম্পর্কে অনুরূপ সুবিধা প্রত্যাহার করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্তরুপ প্রত্যাহারের নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না।
৭৬। কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটিবার পর প্রত্যর্থপত্র পাওনাদারকে প্রদানের শর্তে সম্পাদিত প্রত্যর্থপত্র কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে প্রদান করা হইলে উক্ত প্রত্যর্থপত্রের জন্য ।	তিন বৎসর	পাওনাদারকে প্রত্যর্থপত্র প্রদানের তারিখ।
৭৭। প্রত্যাখ্যাত বৈদেশিক বিনিময়পত্রের জন্য, যেক্ষেত্রে তৎসম্পর্কে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে।	তিন বৎসর	যখন নোটিশ প্রদান করা হয়।
৭৮। গৃহীত না হইবার কারণে প্রত্যাখ্যাত বিনিময়পত্রের উপর উহার প্রাপক কর্তৃক প্রদানকারীর বিরুদ্ধে।	তিন বৎসর	গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবার তারিখ।
৭৯। আবাসন বিলের জন্য গ্রহীতা কর্তৃক উত্তোলনকারীর বিরুদ্ধে ।	তিন বৎসর	গ্রহীতা যখন বিলের অর্থ পরিশোধ করে।

৮০। বিনিময়পত্র, প্রত্যর্থপত্র বা মুচলেকা সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট বিধান নাই এইরূপ মামলার ক্ষেত্রে।	তিন বৎসর	যখন অনুরূপ বিনিময়পত্র, প্রত্যর্থপত্র বা মুচলেকা পরিশোধযোগ্য হয়।
৮১। জামিনদার কর্তৃক মূল খাতকের বিরুদ্ধে।	তিন বৎসর	জামিনদার যখন মহাজনের অর্থ পরিশোধ করে।
৮২। জামিনদার কর্তৃক সহ-জামিনদারের বিরুদ্ধে।	তিন বৎসর	জামিনদার যখন তাহার অংশ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করে।
৮৩। অন্য কোনো চুক্তির কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	বাদী যখন প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৮৪। [10][আইনজীবী] কর্তৃক কোনো সমাপ্ত মামলা বা নির্দিষ্ট কোনো কার্য বাবদ ব্যয়ের জন্য, যেক্ষেত্রে উক্ত ব্যয় পরিশোধের সময় নির্দিষ্ট করিয়া কোনো প্রকাশ্য চুক্তি সম্পাদন করা হয় নাই।	তিন বৎসর	সংশ্লিষ্ট মামলা বা কার্য ব্যবসা সম্পন্ন হইবার তারিখ, বা যেক্ষেত্রে [11][আইনজীবী] যথাযথভাবে মামলা বা কার্য পরিত্যাগ করে, সেইক্ষেত্রে কার্য পরিত্যাগের তারিখ।
৮৫। পারস্পরিক সম্মত, উন্মুক্ত ও চলতি হিসাব অনুসারে পাওনা অর্থের জন্য, যেক্ষেত্রে পক্ষগণ পরস্পরের নিকট দাবি উত্থাপন করিয়াছেন।	তিন বৎসর	যে বৎসরের সর্বশেষ দফা হিসাব লিপিবদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত বা প্রমাণিত হয়, সেই বৎসর সমাপ্ত হইবার তারিখ হিসাব রক্ষার ক্ষেত্রে যেভাবে বর্ষ গণনা করা হয়, সেইভাবেই উক্ত বৎসর গণনা করিতে হইবে।
৮৬। (ক) বিমা পলিসির জন্য, যেক্ষেত্রে মৃত্যুর প্রমাণ বিমা কোম্পানির নিকট দাখিল করিবার বা বিমা কোম্পানিতে উহা প্রাপ্তির পর বীমার অর্থ পরিশোধযোগ্য হয়।	তিন বৎসর	মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ।

[10] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "অ্যাটর্নি বা উকিল" শব্দের পরিবর্তে "আইনজীবী" শব্দ প্রতিস্থাপিত।

[11] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "অ্যাটর্নি বা উকিল" শব্দের পরিবর্তে "আইনজীবী" শব্দ প্রতিস্থাপিত।

(খ) বিমা পলিসির জন্য, যেক্ষেত্রে ক্ষতির প্রমাণ বিমা কোম্পানির নিকট দাখিল করিবার পর বা কোম্পানিকে উহা প্রদানের পর বিমার অর্থ পরিশোধযোগ্য।		দুর্ঘটনায় ক্ষতির উদ্ভব হইবার তারিখ।
৮৭। যে বিমা চুক্তি বিমা কোম্পানির ইচ্ছাধীনে বাতিলযোগ্য, উক্ত বিমার কিস্তি বাবদ যে অর্থ প্রদান করা হয় উক্ত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য।	তিন বৎসর	বিমা কোম্পানি যখন চুক্তি বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
৮৮। হিসাব নিকাশ সংক্রান্ত বিষয়াদির ক্ষেত্রে।	তিন বৎসর	এজেন্সি বহাল থাকাকালে যখন হিসাব দাবি করা হয় এবং উহা প্রদানে অস্বীকার করা হয়, বা যেক্ষেত্রে হিসাব দাবি করা হয় নাই, সেক্ষেত্রে এজেন্সির পরিসমাপ্তির সময়।
৮৯। এজেন্ট তাহার মালিকের নিকট হইতে প্রাপ্ত যে অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব প্রদান করে নাই তাহার জন্য।	তিন বৎসর	ঐ
৯০। এজেন্টের অবহেলা বা অসদাচরণের জন্য মালিক কর্তৃক এজেন্টের বিরুদ্ধে।	তিন বৎসর	যখন অবহেলা বা অসদাচরণের বিষয়টি বাদী অবহিত হয়।
৯১। কোনো দলিল রদ বা বাতিল করিবার জন্য, যেক্ষেত্রে অন্যত্র কোনো কিছু বলা নাই।	তিন বৎসর	যে সকল ঘটনায় বাদিকে উক্ত দলিল বাতিল বা রদ করিবার অধিকার প্রদান করে এবং উক্ত বিষয়ে বাদী যখন অবগত হয়।
৯২। ইস্যুকৃত বা নিবন্ধিত কোনো দলিল জাল বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য।	তিন বৎসর	দলিলটির ইস্যু বা নিবন্ধন যখন বাদির গোচরীভূত হয়।
৯৩। বাদির বিরুদ্ধে যে দলিল কার্যকর করিবার প্রয়াস গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা জাল ঘোষণার জন্য।	তিন বৎসর	প্রয়াস গ্রহণ করিবার তারিখ।
৯৪। অপ্রকৃতিস্থ থাকাকালে বাদি যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন উহার জন্য।	তিন বৎসর	বাদি যখন সুস্থ হন এবং যখন হস্তান্তরের বিষয়টি অবহিত হন।

৯৫। প্রতারণামূলকভাবে যে ডিক্রি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা রদ করিবার জন্য বা প্রতারণার কারণে অন্য কোনো প্রতিকার লাভের জন্য।	তিন বৎসর	ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যখন প্রতারণার বিষয়ে অবগত হয়।
৯৬। ভুলের কারণে প্রতিকার লাভের জন্য।	তিন বৎসর	বাদি যখন ভুলের বিষয় অবগত হয়।
৯৭। বর্তমানে বলবৎ কোনো পণ যাহা পরবর্তীতে ব্যর্থ হয়, তজ্জন্য প্রদত্ত অর্থ আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	ব্যর্থ হইবার তারিখ।
৯৮। বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে গচ্ছিত সম্পত্তির যে ক্ষতি হইয়াছে, মৃত জিম্মাদারের সম্পত্তি হইতে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির জন্য।	তিন বৎসর	জিম্মাদারের মৃত্যুর তারিখ, বা যখন ক্ষতি সাধিত হয় তখন ক্ষতি সাধিত হইবার তারিখ।
৯৯। কোনো যৌথ-ডিক্রির অর্থ যে পক্ষ সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়াছে, উক্ত পক্ষ কর্তৃক বা কোনো যৌথ সম্পত্তির প্রদেয় রাজস্ব সম্পূর্ণ বা স্বীয় অংশ অপেক্ষা অধিক পরিশোধ করিয়াছে তৎকর্তৃক অন্যান্যদের নিকট হইতে অংশ আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	বাদির স্বীয় অংশ অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের তারিখ।
১০০। সহ-ট্রাস্টি কর্তৃক মৃত ট্রাস্টির সম্পত্তি হইতে জিম্মার জন্য ব্যয়িত অর্থের অংশ আদায় করিবার জন্য।	তিন বৎসর	অংশ আদায় করিবার অধিকার যখন অর্জিত হয়।
১০১। নাবিকের মজুরির জন্য।	তিন বৎস	যে সমুদ্র ভ্রমণকালে মজুরি পাওনা হয় সেই ভ্রমণ সমাপ্তির পর।
১০২। মজুরি আদায়ের জন্য এই তফসিলের অন্যত্র নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে।	তিন বৎসর	মজুরি যখন পাওনা হয়।
১০৩। অবিলম্বে পরিশোধযোগ্য (মুআজ্জল) মোহরের জন্য কোনো মুসলমান কর্তৃক।	তিন বৎসর	মোহর তলব করা হইলে যখন উহা পরিশোধ করিতে অস্বীকার করা হয়, বা যখন (যেক্ষেত্রে বিবাহ অব্যাহত থাকাবস্থায় তলব না করা হয়) মৃত্যু বা

		তালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।
১০৪। বিলম্বে পরিশোধযোগ্য (মুআজ্জল) মোহরের জন্য কোনো মুসলমান কর্তৃক।	তিন বৎসর	মৃত্যু বা তালাক দ্বারা যখন বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।
১০৫। বন্ধকের দায় মেটানোর পর বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধক পরিশোধের পর বন্ধকদাতা কর্তৃক।	তিন বৎসর	বন্ধকদাতা যখন বন্ধকি সম্পত্তিতে পুনরায় অধিকার লাভ করে।
১০৬। অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হওয়ার পর হিসাব-নিকাশ ও লভ্যাংশের জন্য।	তিন বৎসর	প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হওয়ার তারিখে।
১০৭। কোনো যৌথ পরিবারের অবিভক্ত সম্পত্তির (estate) ম্যানেজার উক্ত সম্পত্তির জন্য নিজে যে অর্থ ব্যয় করে, ম্যানেজার কর্তৃক উক্ত অর্থ আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	অর্থ প্রদানের তারিখ।
১০৮। ইজারাদাতা কর্তৃক ইজারার শর্তের ব্যত্যয়ে ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক কর্তিত বৃক্ষের মূল্যের জন্য ।	তিন বৎসর	যখন বৃক্ষ কর্তন করা হয়।
১০৯। বাদির স্থাবর সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত যে মুনাফা বিবাদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার জন্য।	তিন বৎসর	যখন মুনাফা গ্রহণ করা হয়।
১১০। বকেয়া খাজনার জন্য।	তিন বৎসর	যখন খাজনা পরিশোধযোগ্য হয়।
১১১। অপরিশোধিত বিক্রয়মূল্য ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধের জন্য অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রেতা কর্তৃক।	তিন বৎসর	বিক্রয় সম্পন্ন করিবার জন্য স্থিরিকৃত সময়, বা (যেক্ষেত্রে বিক্রয় সম্পন্ন হইবার পর স্বত্ত্ব স্বীকৃত হয়) স্বত্ত্ব স্বীকৃত হইবার তারিখ।
১১২। কোনো সংবিধি বা আইনের অধীন নিবন্ধিত কোম্পানির তলব আদায়ের জন্য।	তিন বৎসর	যখন তলব পরিশোধযোগ্য হয়।

১১৩। কোনো চুক্তি প্রবলের জন্য।	[12] [এক বৎসর]	চুক্তি প্রবলের জন্য নির্ধারিত তারিখে, বা যদি অনুরূপ কোনো তারিখ নির্দিষ্ট না থাকে, চুক্তি প্রবলের অস্বীকৃতির বিষয় বাদী যখন অবগত হয়।
১১৪। চুক্তি বাতিলের জন্য।	[13][এক বৎসর]	যে সকল ঘটনা বাদীকে চুক্তি বাতিলের অধিকার প্রদান করে, সেইগুলি সম্পর্কে বাদী যখন প্রথম অবগত হয়।
১১৫। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো চুক্তি যাহা লিখিতভাবে সম্পাদিত ও নিবন্ধিত হয় নাই এবং এই আইনে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই এমন কোনো চুক্তি ভঙ্গের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	তিন বৎসর	যখন চুক্তি ভঙ্গ হয়, বা (যে ক্ষেত্রে উপর্যুপরি ভঙ্গ হইতে থাকে), যে ভঙ্গের কারণে মামলা করা হইবে, তাহা যখন সংঘটিত হয়, বা (যে ক্ষেত্রে অবিরাম চুক্তি ভঙ্গ হইতে থাকে) যখন উহার অবসান হয়।
অংশ ৭ - ছয় বৎসর।		
১১৬। লিখিত নিবন্ধিত চুক্তি ভঙ্গের কারণে ক্ষতিপূরণের জন্য।	ছয় বৎসর	অনুরূপ চুক্তি নিবন্ধিত না হইলে উহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে যে তামাদির মেয়াদ গণনা করা হইত এইক্ষেত্রে সেই একই তামাদির মেয়াদ গণনা করা হইবে।
১১৭। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এ সংজ্ঞায়িত বিদেশি রায় সম্পর্কে।	ছয় বৎসর	রায় প্রদানের তারিখে।
১১৮। কথিত কোনো পোষ্য গ্রহণ অবৈধ বা অনুরূপ কোনো পোষ্য আদৌ কখনো গ্রহণ করা হয় নাই মর্মে ঘোষণা প্রাপ্তির জন্য।	ছয় বৎসর	কথিত পোষ্য গ্রহণের বিষয় বাদি যখন অবগত হয়।

[12] তামাদি (সংশোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৮ নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা "এক বৎসর" শব্দের পরিবর্তে "তিন বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

[13] তামাদি (সংশোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৮ নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা "এক বৎসর" শব্দের পরিবর্তে "তিন বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

১১৯। পোষ্য গ্রহণের বৈধতা প্রাপ্তির ঘোষণার জন্য।	ছয় বৎসর	পোষ্য পুত্ররূপে পোষ্যের অধিকার যখন বাধাগ্রস্ত হয়।
১২০। যে মামলার তামাদির মেয়াদ সম্পর্কে এই তফসিলের অন্য কোথাও কোনো কিছু বলা হয় নাই সেইক্ষেত্রে।	ছয় বৎসর	মামলা করিবার অধিকার যখন অর্জিত হয়।
অংশ ৮ - বারো বৎসর।		
১২১। সরকারি বকেয়া রাজস্বের জন্য বিক্রীত কোনো জমিদারি বা খাজনা বাকির জন্য বিক্রিত কোনো পত্তনি তালুক বা জোত সংশ্লিষ্ট কোনো দায় বা নিম্নস্বত্ব এড়াইবার জন্য।	বারো বৎসর	বিক্রয় যখন সমাপ্ত ও চূড়ান্ত হয়।
১২২। বাংলাদেশের কোনো আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদালতে প্রদত্ত অঙ্গীকারপত্রের জন্য।	বারো বৎসর	রায় বা আদালতে প্রদত্ত অঙ্গীকারপত্র প্রদানের তারিখ।
১২৩। মৃতের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারিত্ব পাওয়ার জন্য, বা উইলকৃত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের জন্য বা উইল না করা সম্পত্তির বিভাজ্য অংশের জন্য।	বারো বৎসর	যখন মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীত্ব বা অংশ প্রদানযোগ্য বা অর্পণযোগ্য হয়।
১২৪। হেরিডিটারি অফিস দখল করিবার জন্য।	বারো বৎসর	যখন বিবাদি বাদির প্রতিকূলে হেরিডিটারি অফিস দখল করে। **ব্যাখ্যা।** সাধারণভাবে লভ্যাংশ গ্রহণকালে যখন কোনো হেরিডিটারি অফিস গ্রহণ করে, বা (কোনো লভ্যাংশ না থাকিলে) যখন স্বাভাবিকভাবে কোনো দায়িত্ব পালন করা হয়।
১২৫। কোনো হিন্দু বা মুসলিম মহিলা কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তর, উক্ত মহিলা জীবিত থাকা পর্যন্ত বা তাহার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সময়ে ব্যতিত, কোনো হস্তান্তর বাতিল ঘোষণা করাইবার জন্য হিন্দু বা মুসলিম এমন কোনো	বারো বৎসর	হস্তান্তরের তারিখ।

ব্যক্তি কর্তৃক মামলা দায়ের করিবার তারিখে উক্ত মহিলার মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি সম্পত্তির দখল লাভ করিবার অধিকারি হইত।		
১২৬। পিতা কর্তৃক হস্তান্তরিত পৈত্রিক সম্পত্তির হস্তান্তর রদ করিবার জন্য মিতাক্ষরা আইনের অধীন কোনো হিন্দু কর্তৃক।	বারো বৎসর	হস্তান্তরগ্রহীতা যখন সম্পত্তির দখল গ্রহণ করে।
১২৭। যৌথ পরিবারের সম্পত্তির অংশীদারিত্ব হইতে বাদ যাওয়া ব্যক্তি কর্তৃক অধিকার লাভের জন্য।	বারো বৎসর	বাদিদী যখন অংশীদারিত্ব হইতে বাদ যাওয়ার বিষয়টি অবগত হয়।
১২৮। কোনো হিন্দু কর্তৃক বকেয়া খোরপোষ প্রাপ্তির জন্য।	বারো বৎসর	যখন বকেয়া পরিশোধযোগ্য হয়।
১২৯। কোনো হিন্দু কর্তৃক বকেয়া খোরপোষের ঘোষণা প্রাপ্তির জন্য।	বারো বৎসর	যখন অধিকার অস্বীকৃত হয়।
১৩০। লাখেরাজ ভূমি পুনঃগ্রহণ বা উহার খাজনা ধার্যের জন্য।	বারো বৎসর	যখন ভূমি পুনঃগ্রহণ বা উহার খাজনা ধার্যের অধিকার প্রথম অর্জিত হয়।
১৩১। পর্যাবৃত আবর্তক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।	বারো বৎসর	যখন বাদির উপভোগের অধিকার প্রথম অস্বীকৃত হয়।
১৩২। স্থাবর সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধ অর্থ পরিশোধ কার্যকর করিবার জন্য। **ব্যাখ্যা।-** এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রাপ্য অর্থের কারণে স্থাবর সম্পত্তি দায়বদ্ধ মর্মে গণ্য হইবে: (ক) মালিকানা ও হকস বলিয়া অভিহিত ভাতা ও ফিস; এবং (খ) কোনো কৃষিজাত বা অন্য	বারো বৎসর	যে অর্থের জন্য মামলা উহা যখন পরিশোধযোগ্য হয়।

কোনো উৎপাদিত পণ্যের মূল্য যাহা প্রাপ্তির অধিকার স্থাবর সম্পত্তি দায়বদ্ধ করিয়া নিশ্চিত করা হইয়াছে; এবং (গ) মালিকানার দলিল বন্ধক রাখিয়া অগ্রিম অর্থ নিরাপদ করা।		
১৩৩। [ভারতীয় তামাদি (সংশোধন) আইন, ১৯২৩ (১৯২৩ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা রহিত।]		
১৩৪। হস্তান্তরিত, জিম্মা হিসাবে উইলকৃত বা বন্ধককৃত সম্পত্তি, যাহা পরে জিম্মাদার বা বন্ধকগ্রহীতা মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করিয়াছে, তাহার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য।	বারো বৎসর	হস্তান্তরের বিষয়ে বাদি যখন অবগত হয়।
[14] [১৩৪ক। কোনো হিন্দু, মুসলিম বা বৌদ্ধ ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের স্থাবর সম্পত্তি উহার ভূতপূর্ব ব্যবস্থাপক কর্তৃক মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হইলে তাহা রদের জন্য।	বারো বৎসর	হস্তান্তরের বিষয়টি বাদি যখন অবগত হয়।
১৩৪খ। কোনো হিন্দু, মুসলিম বা বৌদ্ধ ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের স্থাবর সম্পত্তি যাহার ভূতপূর্ব ব্যবস্থাপক মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করিয়াছেন, বর্তমান ব্যবস্থাপক কর্তৃক উহার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য ।	বারো বৎসর	হস্তান্তরকারীর মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের তারিখ।
১৩৪গ। কোনো হিন্দু, মুসলিম বা বৌদ্ধ ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের স্থাবর সম্পত্তি যাহার ভূতপূর্ব ব্যবস্থাপক মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছেন, বর্তমান ব্যবস্থাপক কর্তৃক উহার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য ।	বারো বৎর	বিক্রেতার মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের তারিখ।]

[14] ভারতীয় তামাদি (সংশোধন) আইন, ১৯২৯ (১৯২৯ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা এন্ট্রি ১৩৪ক, ১৩৪খ ও ১৩৪গ সন্নিবেশিত।

১৩৫। বন্ধকি স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণের জন্য বন্ধক গ্রহীতা কর্তৃক হাইকোর্ট বিভাগ ব্যতীত অন্য কোনো আদালতে মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে।	বারো বৎসর	বন্ধকদাতার সম্পত্তি দখলে রাখিবার অধিকার যখন নির্ধারিত হয়।
১৩৬। ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয়কৃত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের তারিখে বিক্রেতার দখলে ছিল না উহার দখল গ্রহণ করিবার জন্য।	বারো বৎসর	বিক্রেতা যখন প্রথম দখল লাভের অধিকারী হয়।
১৩৭। ডিক্রি জারি মামলায় ক্রয়কৃত সম্পত্তি যখন বিক্রয়ের তারিখে দাইকের দখল বহির্ভূত থাকে, ক্রেতা কর্তৃক উহার দখল লাভের জন্য ।	বারো বৎসর	দাইক প্রথম যখন দখল লাভের অধিকারী হয়।
১৩৮। ডিক্রি জারি মামলায় ক্রয়কৃত সম্পত্তি যাহা বিক্রয়ের দিনে দাইকের দখলে ছিল, ক্রেতা কর্তৃক উহার দখল লাভের জন্য ।	বারো বৎসর	বিক্রয় যে তারিখে চূড়ান্ত হয়।
১৩৯। প্রজার নিকট হইতে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য জমিদার কর্তৃক।	বারো বৎসর	যখন প্রজাস্বত্ত্বের অবসান হয়।
১৪০। অবশিষ্ট ব্যক্তি, পরবর্তী উত্তরাধিকারি (জমিদার নহেন) বা ডিভাইসি কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তির দখল লাভের জন্য।	বারো বৎসর	যখন তাহার সম্পত্তি দখল করিবার যোগ্য হয়।
১৪১। কোনো হিন্দু বা মুসলিম মহিলার মৃত্যুর পর স্থাবর সম্পত্তির দখল লাভের অধিকারি হিন্দু বা মুসলিম কর্তৃক দখল লাভের জন্য।	বারো বৎসর	যখন উক্ত মহিলার মুত্যু হয়।
১৪২। স্থাবর সম্পত্তি বাদির দখলে থাকাকালে উহা হইতে বেদখল হইলে বা বাদি উহার দখল ত্যাগ করিলে উক্ত সম্পত্তির দখল লাভের জন্য।	বারো বৎসর	বেদখল হইবার বা দখল ত্যাগের তারিখ।
১৪৩। বাজেয়াপ্ত হইবার বা শর্ত ভঙ্গের কারণে বাদি স্থাবর সম্পত্তি দখল লাভের অধিকারি হইলে স্থাবর সম্পত্তি দখলের	বারো বৎসর	যখন বাজেয়াপ্তির ঘটনা ঘটে বা শর্ত ভঙ্গ হয়।

জন্য।		
১৪৪। স্থাবর সম্পত্তি বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো স্বার্থের দখল লাভের জন্য বা যাহার সম্পর্কে অন্যত্র কোনো বিশেষ বিধান নাই।	বারো বৎসর	বিবাদির দখল যখন বাদির বিপক্ষে হয়।
অংশ ৯।- ত্রিশ বৎসর।		
১৪৫। আমানতগ্রহীতা বা বন্ধকগ্রহীতার নিকট হইতে আমানতি বা বন্ধকি অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য।	ত্রিশ বৎসর	আমানত রাখা বা বন্ধক প্রদানের তারিখ।
১৪৬। বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক বন্ধকদাতার নিকট হইতে বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকগ্রহীতা কর্তৃক মামলা যাহা সাধারণ আদি এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষমতা সম্পন্ন হাইকোর্ট বিভাগে দায়ের করা হয়।	ত্রিশ বৎসর	বন্ধকি-দেনার কারণে উহার কোনো অংশ বা সুদ সর্বশেষ যে তারিখে প্রদান করা হয়।
১৪৬ক।কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোনো ছোট বা বড় রাস্তা বা উহার অংশবিশেষ হইতে বেদখল হইলে বা উহার দখল ত্যাগ করিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা উহার পক্ষে রাস্তার দখল লাভের জন্য।	ত্রিশ বৎসর	বেদখল হইবার বা দখল ত্যাগের তারিখ।
অংশ ১০।- ষাট বৎসর।		
১৪৭। রেহেন উদ্ধারের অধিকার নাশ বা বিক্রয়ের জন্য রেহেন গ্রহীতা কর্তৃক।	ষাট বৎসর	রেহেন ঋণ যখন পরিশোধযোগ্য হয়।
১৪৮। বন্ধকি স্থাবর সম্পত্তি খালাস করিবার বা দখল পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধকগ্রহীতার বিরুদ্ধে।	ষাট বৎসর	যখন সম্পত্তি খালাস করিবার বা দখল পুনরুদ্ধার করিবার অধিকার অর্জিত হয়।[15] [***]

[15] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা শরতাংশ বিলুপ্ত।

১৪৯। [16][সরকারের] পক্ষে দায়েরকৃত [17][আপীল বিভাগের] আদি এখতিয়ারাধীন মামলা ব্যতীত সরকার কর্তৃক বা যে কোনো মামলা।	ষাট বৎসর	অনুরূপ মামলা কোনো বেসরকারি ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক দায়েরকৃত হইলে যখন হইতে উহার মেয়াদ এই আইন অনুসারে অতিবাহিত হইতে আরম্ভ করিত।
দ্বিতীয় বিভাগ: আপিল		
আপিলের বর্ণনা	তামাদির মেয়াদ।	যে সময় হইতে মেয়াদ গণনা আরম্ভ হইবে।
১৫০। দায়রা আদালত কর্তৃক বা আদি ফৌজদারি এখতিয়ার প্রয়োগকালে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর বিধান মোতাবেক আপিল।	সাত দিন	দণ্ডাদেশের তারিখে।
১৫০ক। বৈষম্যমূলক সুবিধা বিলোপ আইন, ১৯৪৯ (১৯৫০ সনের ২ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা বিলুপ্ত।		
দ্বিতীয় ভাগ: আপিল		
১৫১। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক আদি দেওয়ানি এখতিয়ারের অধীন প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।	বিশ দিন	যে তারিখে ডিক্রি বা আদেশ প্রদান করা হয়।
১৫২। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন জেলা জজ আদালতে আপিল।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে সেই তারিখে।
১৫৩। একই কার্যবিধির এর অধীন অধস্তন কোনো আদালতের কোনো আদেশ হইতে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ [18][আপীল বিভাগ] আপিলের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলে।	ত্রিশ দিন	আদেশ প্রদানের তারিখে।

[16] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনো প্রাদেশিক সরকার" শব্দের পরিবর্তে "সরকার" শব্দ প্রতিস্থাপিত।

[17] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "সুপ্রীম কোর্ট" শব্দের পরিবর্তে "আপীল বিভাগ" শব্দ প্রতিস্থাপিত।

[18] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "সুপ্রীম কোর্ট" শব্দের পরিবর্তে "আপীল বিভাগ" শব্দ প্রতিস্থাপিত।

১৫৪। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগ ব্যতীত অন্য কোনো আদালতে।	ত্রিশ দিন	দণ্ডাদেশ বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইবে উহা প্রদানের তারিখে।
১৫৫। অনুচ্ছেদ ১৫০ ও ১৫৭ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত একই কার্যবিধির অধীন হাইকোর্ট বিভাগে।	ষাট দিন	যে দণ্ডাদেশ বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইবে উহা প্রদানের তারিখে।
১৫৬। অনুচ্ছেদ ১৫১ ও ১৫৩ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত একই কার্যবিধির অধীন হাইকোর্ট বিভাগে।	নব্বই দিন	যে ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয় উহা প্রদানের তারিখে।
১৫৭। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর অধীন খালাস আদেশের বিরুদ্ধে।	ছয় মাস	যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয় উহা প্রদানের তারিখে।
তৃতীয় বিভাগ: দরখাস্তসমূহ		
দরখাস্তের বর্ণনা	তামাদির মেয়াদ।	যে সময় হইতে মেয়াদ গণনা আরম্ভ হইবে।
১৫৮। সালিশ আইন, ১৯৪০ এর অধীন সালিশের রোয়েদাদ রদ করিবার জন্য বা উহা মওকুফের উদ্দেশ্যে পুনর্বিবেচনার জন্য ।	ত্রিশ দিন	রোয়েদাদ দাখিলের নোটিশ জারির তারিখে।
১৫৯। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ১২৮ (২)(চ) বা আদেশ ৩৭ এ উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির মামলায় হাজির হওয়া এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার অনুমতির জন্য ।	দশ দিন	যখন সমন জারি হয়।
১৬০। পুনর্বিবেচনার আবেদন শুনানিকালে দরখাস্তকারীর গর হাজিরার কারণে অগ্রাহ্যকৃত দরখাস্ত পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে একই কার্যবিধির অধীন প্রদত্ত আদেশের জন্য।	পনের দিন	পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত যখন অগ্রাহ্য হয়।

১৬১। স্মল কজেস কোর্ট এর রায় বা স্মল কজেস কোর্ট হিসাবে বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো আদালত কর্তৃক অনুরূপ এখতিয়ার প্রয়োগকালে প্রদত্ত রায় পুনর্বিবেচনার জন্য।	পনের দিন	ডিক্রি বা আদেশ প্রদানের তারিখ।
১৬২। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক উহার আদি এখতিয়ার প্রয়োগকালে প্রদত্ত রায় পুনর্বিবেচনার জন্য।	বিশ দিন	ডিক্রি বা আদেশ প্রদানের তারিখ।
১৬২ক। তামাদি (সংশোধন) আইন, ১৯৬৫ (১৯৬৫ সনের ১১ নং আইন) দ্বারা বিলুপ্ত।		
১৬৩। গর হাজিরার কারণে বা সমন জারির ব্যয় জমা প্রদান না করিবার কারণে বা ব্যয়ের জামানত দাখিল না করিবার কারণে মামলা খারিজ হইলে বাদি কর্তৃক খারিজের আদেশ বাতিল করিবার জন্য।	ত্রিশ দিন	খারিজ হইবার তারিখ।
১৬৪। বিবাদি কর্তৃক একতরফা ডিক্রি রদের আদেশ লাভের জন্য।	ত্রিশ দিন	ডিক্রি জারির তারিখ বা যেক্ষেত্রে সমন যথারীতি জারি করা হয় নাই সেইক্ষেত্রে বিবাদি যখন ডিক্রি সম্পর্কে অবগত হয়।
১৬৫। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন যে ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তি হইতে বেদখল হইয়াছে, এবং যিনি ডিক্রি জারিতে ক্রেতার বা ডিক্রীদারের অধিকারের বিরোধিতা করেন সেই ব্যক্তি কর্তৃক দখল প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য।	ত্রিশ দিন	বেদখল হইবার তারিখ।
১৬৬। একই কার্যবিধির অধীন ডিক্রি জারিতে বিক্রয় রদের দরখাস্তসহ দাইকের অনুরূপ কোনো দরখাস্ত।	ত্রিশ দিন	বিক্রয়ের তারিখ।
১৬৭। ডিক্রিমূলে প্রাপ্ত বা ডিক্রী জারিতে ক্রয়কৃত স্থাবর সম্পত্তির দখল অর্পণে বাধা প্রদান বা	ত্রিশ দিন।	বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির তারিখ।

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অভিযোগ।		
১৬৮। না চালাইবার ফলে খারিজ আপিল পুনরায় চালু করিবার জন্য।	ত্রিশ দিন	খারিজ হইবার তারিখ।
১৬৯। যে আপিলের এক তরফা শুনানি হইয়াছে, পুনরায় উহার শুনানির জন্য।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল সেই ডিক্রির তারিখ, বা যে ক্ষেত্রে আপিলের নোটিশ যথারীতি জারি করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে দরখাস্তকারী যখন ডিক্রির বিষয় অবগত হইয়াছেন।
১৭০। নিঃস্ব ব্যক্তি কর্তৃক আপিল করিবার অনুমতির জন্য।	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল হইবে উহা প্রদানের তারিখ।
১৭১। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ আপনাতেই বাতিল হইবার (abatement) আদেশ রদ করিবার জন্য দরখাস্ত।	ষাট দিন	মামলা আপনাতেই বাতিল হইবার তারিখ।
১৭২। একই কার্যবিধির অধীন কোনো মামলা বা আপিল খারিজের আদেশ রদ করিবার জন্য নির্বাহক বা দেউলিয়া হওয়া বাদির রিসিভার বা আপিলকারি কর্তৃক কোনো মামলা বা আপিল খারিজের আদেশ রদের জন্য।	ষাট দিন	খারিজ আদেশ প্রদানের তারিখ।
১৭৩। যে সকল মামলা সম্পর্কে ১৬১ ও ১৬২ অনুচ্ছেদের বিধান রহিয়াছে সেইগুলি ভিন্ন অন্যান্য মামলার রায় পুনর্বিবেচনার জন্য।	নব্বই দিন	ডিক্রি বা আদেশ প্রদানের তারিখ।
১৭৪। একই কার্যবিধির অধীন পরিশোধযোগ্য অর্থ আদালতের বহিতে প্রদান করা হইলে তাহা বা ডিক্রির কোনো সমন্বয় সাধন কেন প্রত্যায়িত গণ্যে লিপিবদ্ধ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার নোটিশ প্রদানের জন্য।	নব্বই দিন	যখন অর্থ প্রদান বা সমন্বয় সম্পন্ন করা হয়।
১৭৫। ডিক্রির অর্থ কিস্তিতে পরিশোধের জন্য।	ছয় মাস	ডিক্রির তারিখ।

১৭৬। একই কার্যবিধির অধীন মৃত বাদি বা মৃত আপিলকারীর বৈধ প্রতিনিধিকে পক্ষভুক্ত করিবার জন্য।	নব্বই দিন	মৃত বাদি বা মৃত আপিলকারীর মৃত্যুর তারিখ।
১৭৭। একই কার্যবিধির অধীন মৃত বিবাদি বা মৃত প্রতিবাদির বৈধ প্রতিনিধিকে পক্ষভুক্ত করিবার জন্য।	নব্বই দিন	মৃত বিবাদি বা মৃত প্রতিবাদির মৃত্যুর তারিখ।
১৭৮। সালিশ আইন, ১৯৪০ এর অধীন রোয়েদাদ আদালতে দাখিল করিবার জন্য ।	নব্বই দিন	রোয়েদাদ প্রস্তুত করিবার নোটিশ জারির তারিখ।
১৭৯। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন [19][আপিল বিভাগে] আপিল করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কর্তৃক আপিল করিবার অনুমতির জন্য।	নব্বই দিন	যে ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা হয় উহা প্রদানের তারিখ।
১৮০। কোনো ডিক্রি জারিতে বিক্রীত স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতা কর্তৃক সম্পত্তির দখল গ্রহণের জন্য।	তিন বৎসর	যখন বিক্রয় চূড়ান্ত হয়।
১৮১। যে সকল দরখাস্তের মেয়াদ সম্পর্কে এই তফসিলের অন্য কোথাও বা দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ৪৮ এ কোনো বিধান নাই সেই সকল দরখাস্ত।	তিন বৎসর	দরখাস্ত করিবার অধিকার যখন অর্জিত হয়।
১৮২। দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ধারা ৪৮ অনুসারে প্রযোজ্য হয় এমন দরখাস্ত, এবং অনুচ্ছেদ ১৮৩ এর অধীন আনীত দরখাস্ত ব্যতীত দেওয়ানি আদালতের কোনো ডিক্রি জারি বা আদেশের জন্য।	তিন বৎসর; বা আদেশ প্রদানের তারিখে বা যে কোনো ক্ষেত্রে ডিক্রি বা আদেশটির সহিমোহরকৃত নকল রেজিস্ট্রি করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে ছয় বৎসর	১। ডিক্রি বা আদেশ প্রদানের তারিখে; বা ২। (যেক্ষেত্রে আপিল দায়ের হইয়াছে) আপিল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রি বা আদেশের তারিখ বা আপিল প্রত্যাহারের তারিখ; বা ৩। (যেক্ষেত্রে রায় পুনর্বিবেচনা করা হইয়াছে) সেইক্ষেত্রে রায় পুনর্বিবেচনার পর প্রদত্ত সিদ্ধান্তের তারিখ; বা

[19] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "সুপ্রীম কোর্ট" শব্দের পরিবর্তে "আপীল বিভাগ" শব্দ প্রতিস্থাপিত।

		৪। (যেক্ষেত্রে ডিক্রি সংশোধন করা হইয়াছে) ডিক্রি সংশোধনের তারিখ; বা ৫। (যেক্ষেত্রে অত:পর উল্লিখিতরূপে দরখাস্ত করা হইয়াছে) আইন মোতাবেক উপযুক্ত আদালতে ডিক্রি জারির পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করা হইয়া থাকিলে তৎসম্পর্কে প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশের তারিখ; বা ৬। ডিক্রি জারির আদেশ কার্যকরকরণের মাধ্যমে আদায়কৃত মোট অর্থ ফেরত প্রদানের দাবিতে মামলা হইয়া থাকিলে উক্ত মামলায় প্রদত্ত ডিক্রিতে উপরি-উক্ত ডিক্রিদারকে উক্ত অর্থ ফেরত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হইলে উক্ত অর্থের বিষয়ে শেষোক্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল হইয়া থাকিলে আপিল আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর তারিখ বা আপিল প্রত্যাহারের তারিখ; বা ৭। (যেক্ষেত্রেডিক্রি বা আদেশবলে কোনো নির্দিষ্ট তারিখে কোনো অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে উক্ত নির্দেশ র্কার্যকর করিবার জন্য দরখাস্তের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দিষ্ট তারিখ। **ব্যাখ্যা ১।** যেক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তির অনুকূলে পৃথক পৃথকভাবে ডিক্রি বা আদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেককে ডিক্রির বিষয়বস্তুর যে অংশ প্রদান বা অর্পণ করিতে হইবে তাহা পৃথক করিয়া দেখানো হইয়াছে সেইক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের দফা ৫ এ যে দরখাস্তের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা কেবল অনুরূপ দরখাস্তকারীদের বা তাহাদের আইনগত প্রতিনিধিদের অনুকূলে কার্যকর হইবে। তবে যেক্ষেত্রে ডিক্রি বা আদেশটি একাধিক ব্যক্তির

		অনুকূলে যৌথভাবে প্রদান করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে অনুরূপ দরখাস্ত তাহাদের একজন বা একাধিক ব্যক্তি বা তাহার বা তাহাদের প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে সেইক্ষেত্রে তাহাদের সকলের অনুকূলে কার্যকর হইবে। যেক্ষেত্রে ডিক্রি বা আদেশটি একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথক পৃথকভাবে প্রদান করা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেক ডিক্রি বা আদেশের বিষয়বস্তুর যে অংশ প্রদান বা অর্পণ করিবে তাহা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ দরখাস্ত উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহার বা যাহাদের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে করা হইবে, কেবল তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধেই কার্যকর হইবে। কিন্তু যেক্ষেত্রে ডিক্রি বা আদেশটি একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌথভাবে প্রদান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ দরখাস্ত তাহাদের এক বা একাধিক জনের বা তাহার বা তাহাদের প্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রদান করা হইয়া থাকিলে উহা সকলের বিরুদ্ধে কার্যকর হইবে। **ব্যাখ্যা ২।** "উপযুক্ত আদালত" বলিতে সেই আদালতকে বুঝাইবে যাহার কর্তব্য হইতেছে ডিক্রিটি জারি করা বা আদেশ কার্যকর করা।
১৮৩। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক সাধারণত আদি দেওয়ানি এখতিয়ার প্রয়োগকালে প্রদত্ত রায় বা ডিক্রি বা আদেশ অথবা [20][আপীল বিভাগের] আদেশ বলবৎ করিবার জন্য দরখাস্ত।	বারো বৎসর	যখন এমন কোনো ব্যক্তি অনুরূপ রায়, ডিক্রি বা আদেশ, অনুরূপ অধিকার বর্জন করিতে সক্ষম এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, বলবৎ করিবার অধিকার লাভ করে: তবে শর্ত থাকে যে, যখন উক্ত রায়, ডিক্রী বা আদেশ পুনরুজ্জীবিত করা হয়, বা উহা দ্বারা সংরক্ষিত কোনো দেনার অংশ বা তাহার সুদ পরিশোধ করা হয়, বা উক্ত দেনা বা সুদ পরিশোধ

[20] বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "সুপ্রীম কোর্ট" শব্দের পরিবর্তে "আপীল বিভাগ" শব্দ প্রতিস্থাপিত।

		করিতে দায়ী কোনো ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি লিখিত বা স্বাক্ষরিতভাবে পাওনাদার বা তাহার প্রতিনিধির নিকট তাহার অধিকারের স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তখন উক্ত বারো বৎসর গণনা করিতে হইবে। তৎস্থলে এইরূপ পুনরুজ্জীবনের ঋণ পরিশোধ বা অধিকারের স্বীকৃতি জ্ঞাপনের তারিখ হইতে বা অনুরূপ পুনরুজ্জীবনপ্রাপ্ত অর্থ পরিশোধ বা স্বীকৃতি জ্ঞাপনের সর্বশেষ তারিখ হইতে।

দ্বিতীয় তফসিল

[রহিতকরণ ও সংশোধন আইন, ১৯৩০ (১৯৩০ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত]